তাঁহারা বলিলেন, আমরা সংখ্যায় ষষ্টি সহস্র সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। অধিকন্তু তাহারা রাজাকে চেলা করিয়া সহায়-সম্পন্ন হইয়াছে। তাহারা আমাদের নির্দিষ্টস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, আমরা তথায় প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহারা দাঙ্গা করিতে প্রস্তুত; সুতরাং ভয়ে আমরা তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমরা বৃথা সাধু হইয়াছ। মৃত্যুতেই যদি তোমাদিগের ভয় থাকে, তবে তোমাদের গৃহে থাকাই উচিত ছিল। সাধু হইয়া মৃত্যুভয় করা কখনও সঙ্গত নহে। তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে চাহিলে যদি লড়াই হইত, তবে তাহাতে কি ক্ষতি ছিল? সন্ন্যাসীরা শিবজীর উপাসনা করে, তাহারা শিবজীর বড়াই করিয়া তোমাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। তোমরা বিষ্ণুর উপাসক, বিষ্ণুর বড়াই করিয়া থাক, তাঁহার বড়াই করিয়া তোমরা তোমাদের স্থান অধিকার করিতে গেলে যদি লড়াই উপস্থিত হইত, তবেতোমরা বিষ্ণু বিষ্ণু করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে, এবং সন্ন্যাসীরা শিব শিব করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া শিবলোক লাভ করিত। ইহাতে উভয়েরই কল্যাণ। তোমরা কাপুরুষের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়া বড় অন্যায় কর্ম করিয়াছ এবং উপাস্যদেব বিষ্ণুর উপরে নিন্দা আনিয়াছ।" তাঁহার এইরূপ বাক্যে সমস্ত সাধুদল উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং বলিল, "মহারাজ, আমরা অন্যায় করিয়াছি, তুমি আমাদের অগ্রে অগ্রে চল, আমরা এই ষষ্টি সহস্র ফৌজ তোমার পশ্চাতে চলিব।" এই বলিয়া তাহারা অন্য এক মহন্তের সঙ্গে এক হাতী আনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাক্ষাতে উপস্থিত করিল। উনি সেই হাতীর উপর আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন এবং সমস্ত সাধুদল তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু মেলাস্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইলে অগ্রে স্থিত তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াই সন্নাসীদল বিমুগ্ধ হইল এবং ত্রাসযুক্ত হইয়া সাধুদিগের নির্দিষ্ট স্থান পরিহার পূর্বক স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া আসন স্থাপন করিল। তখন সাধুদল জয়ধ্বনি করিয়া স্বীয় অবধারিত স্থান অধিকার করিল এবং পরে কেহ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কেহ সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার পর্যন্ত করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, এক উদ্ধত স্বভাব সাধু একজন সন্ন্যাসীর জীবন পর্যন্ত বিনাশ করিয়া ফেলিল। সেই সংবাদ প্রচারিত হইলে রাজকর্মচারীগণ সঙ্গে করিয়া সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে খুন করিয়াছে, ধরাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন, "সাহেব, আমি আমার আসনে বসিয়া থাকি এবং অপর সাধুগণ আপন আপন আসন লাগাইয়া আছে। ইহার মধ্যে কে উঠিয়া গিয়া অপরের সহিত কলহ করিয়াছে এবং খুন করিয়াছে তাহা আমি কি প্রকারে বলিতে পারি? তোমার রাজ্যে কত লোক কু-কাজ করে তাহা কি তুমি জান? তোমার সম্মুখেই সাধুদল পড়িয়া আছে, তোমার আসামী যদি ইহার মধ্যে থাকে, তুমি অন্বেষণ করিয়া লও।" যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল সে অন্যত্র যাইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিল, সুতরাং সাহেব আসামীর সনাক্ত না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। কুম্ভের মেলাও নির্বিঘ্নে হইয়া গেল।

একবার এক বৃহৎ সাধু-জমাতের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন স্থানে যাইতেছিলেন। জমাতের চলিবার নিয়ম এই যে তাঁহারা রাত্রির শেষভাগে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ ও স্নানাদি-ক্রিয়া সমাপন করেন। তৎপর আপন আপন ঠাকুরের পূজা করিয়া মঙ্গলারতি করেন। তৎপর ভোরের সময় সমস্ত আসন উঠাইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করেন; এবং মধ্যাহ্নে কোন স্থানে যাইয়া গ্রামের বাহিরে যে স্থানে উত্তম পানীয় জল আছে এমন স্থান দেখিয়া বৃক্ষের ছায়ায় আসন স্থাপন করেন। পশ্চিমদেশে সাধু-জমাত উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করে; এবং কত মূর্তি সাধু উপস্থিত হইয়াছেন আন্দাজ করিয়া তাঁহাদের আহারের উপযুক্ত আটা, ডাল, লবণ ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী গ্রামবাসী সকলে একত্র সংগ্রহ করিয়া দিনান্তে সাধুদের জন্য মহন্তের নিকট উপস্থিত করেন। তৎপর মহন্তের নির্দেশ অনুসারে দুই চারিজন সাধু উপস্থিত হইয়া সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী আপন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপন আসনের নিকট লইয়া গিয়া বাঁটিয়া দেয়। তাহাতে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে যাঁহার সঙ্গে পাঁচজন সাধু আছে তিনি হয়তো দশজন সাধু আছে বলিয়া দশজনের ভাগ লইতে চান। এই কারণে কখন কখন কলহও উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যে সাধুজমাতকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ছিলেন সেই জমাতেও কোন কোন দিন এইরূপ কলহ উপস্থিত হইত। সেই জমাতে একজন প্রাচীন পরমহংস ছিলেন। সেই পরমহংস একদিন এই সকল কলহ দেখিয়া অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন—"তোমারা সম্প্রদায় কা বৈরাগ কুচ নেই। খালি পেটকা বৈরাগ। পেটকি ওয়াস্তে সারাদিন লড়তা হ্যায়।" সমস্ত বৈরাগী সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ তীব্র অবজ্ঞা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই অতি দীন ভাবে হাত জোড় করিয়া পরমহংসকে বলিলেন—"মহারাজ, বৈরাগ ক্যায়সা হ্যায় আপ কৃপা করকে হাম্‌কো উপদেশ করিয়ে। আজসে আপকা উপদেশ মাফিক চলেঙ্গে।" পরমহংস তখনি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে গুরু স্থানে বোধ করিয়া বলিলে—"বাচ্চা, বৈরাগ এয়সা হোতা হ্যায় কি কোই চিস্ কোই ওস্‌মেসে কুচ্ লেলিয়া। ইস্ মাফিক যো কুচ্ মিলে উসিসে সন্তোষ কর লিয়া। নেই কুচ্ মিলা, তো এসাই সন্তোষ রাখ্ না।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "মহারাজ, আজসে হামারা আসন আপকা আসন কি পাশ লাগে গা। ঔর আপ যেয়সা বাতায়া হাম এয়সাই করেঙ্গে। ঔর সাধু এয়সা করে ঔর নেই করে, হাম জরুর আপ যেয়সা বাতায়া এয়সা করেঙ্গে।" তৎপর অন্যান্য সাধু সর্দারদিগকে আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গোপনে বলিয়া দিলেন, "আজসে তোমারি ওয়াস্তে ঋদ্ধি সিদ্ধি নেই আওয়েগা। তোম্ গাম্‌মে যায়কের কুচ্ দিন তক্ মাঙ্গকের গুপ্ চুপ্ আপনা গুজারা করলেনা। জমাত কি পাশ আওর ঋদ্ধি সিদ্ধি নেই আওয়েগা। পরমহংসকো কুচ দেখলেনা চাইয়ে।" সেই দিবস সাধু সকলের আহার্য বিতরণ হইয়া গিয়াছিল।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রান্না করিয়া তাঁহারা আপন আপন ঠাকুরের নিকট ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইলেন। পরদিন প্রাতে যথানিয়মে সেই স্থান হইতে জমাত উঠিল এবং মধ্যাহ্নে অন্য গ্রামে গিয়া পড়িল। কিন্তু সেইদিন সেই গ্রামবাসীরা কেহ সাধুদিগের নিমিত্ত আহার্য বস্তু উপস্থিত করিল না। পরে অপরাপর সাধুসকল গ্রামে গিয়া কেহ এক বাড়ীতে কেহ অন্য বাড়ীতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া গোপনে আহার করিয়া আসিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও পরমহংস আপন আসন হইতে উঠিলেন না। তাঁহারা দুজনেই অনশনে রহিলেন। কেবল বাবাজী মহারাজ গাঁজা, চরস, ভাঙ খাইতেন। পরমহংস তাহা খাইতেন না, তিনি কেবল উদক পান করিয়া রহিলেন। পরদিন পুনরায় জমাত উঠিয়া অন্য গ্রামে গেল। কিন্তু সেই গ্রামেও গ্রামবাসীরা কেহ আহার্য বস্তু কিছু উপস্থিত করিল না। পরমহংস ও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনশনে রহিলেন। অপর সকলে ভিক্ষা করিয়া পূর্বদিনবৎ গোপনে আহার করিয়া আসিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পরমহংস ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন। পরে অষ্টম দিবসে পরমহংস একেবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া বিকল হইয়া পড়িলেন এবং আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন— "বাবা! এক্ষণে আমার প্রাণ যায়। অন্নাভাবে আমি অবসন্ন হইয়াছি।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখন পুনরায় হাত জোড় করিয়া পরমহংসকে বলিলেন—"পরমহংসজী, আপনি আর্তনাদ করিতেছেন কেন? আপনার কি করিতে হইবে আমাকে আদেশ করুন।" পরমহংস বলিলেন—"বাবা, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়। আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না। তুমি গ্রামে যাইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য মাগিয়া লইয়া আইস ; এবং আমাকে দাও। নতুবা আমার প্রাণ যায়।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পুনরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! বৈরাগ কিস্‌কে কহতা হ্যায়? আপ্‌তো বাতায়া থা কি কিসিসে মাঙ্গনে সে বৈরাগ নেহি রয়তা হ্যায়। আব্ হাম্‌কো ক্যায়সা মাঙ্গনে কো উপদেশ করতে হো? তখন পরমহংসের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মনে করিলেন আমি বৈরাগের উপর

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বড় অপরাধ করিয়াছি ; এবং হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"বাবা, হামারা বড় কসুর হোয়া। তুম ক্ষমা কর। হাম্ অজ্ঞান হ্যায়। বৈরাগ কি মাহাত্ম্য হাম্‌কো খবর নেহি থা। হামারা কসুর তুম-মাপ করো। হাম্ আপ্‌না কাণ পাকড় লেতে হেঁ।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"পরমহংসজী, আপ্ কুর্চ চিন্তা মৎ করিয়ে, অবহি গামওয়ালা সব ঋদ্ধি সিদ্ধি লে কে তোমারা সাম্‌নে হাজির হোগা। বৈরাগ কো এয়সা নিন্দা নেই করনা। বৈষ্ণব লোক বড় লীলা চতুর হোতা হ্যায়। ইন্‌কা প্রভাব সমুঝ্‌না বড় কঠিন হ্যায়। ইয়ে সব লীলা কর্‌তে ফির্‌তে। কোন্ ঘটমে ক্যায়সা পুরুষ বিরাজতে হেঁ ইস্‌কা পতা সব্‌কো নেহি মিল্‌তা হ্যায়।" এইরূপ বলিতেছেন সেই সময়ই গ্রামবাসী লোক খাদ্যসামগ্রী মস্তকে লইয়া আসিতেছে দেখা যাইতে লাগিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত জমাতের জন্য খাদ্য সামগ্রী বাবাজী মহারাজের নিকট আনিয়া গ্রামবাসীরা উপস্থিত করিল। পরমহংসও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়া বিনীত হইলেন। প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর পরবর্তী দশমীতে ব্রজে চৌরাশী ক্রোশের পরিক্রমা আরম্ভ হয়। তখন বহু সাধু একত্রিত হইয়া ব্রজের মহন্তেরও তাঁহাদের সঙ্গে প্রতি বৎসর যাওয়ার নিয়ম আছে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও সেইজন্য প্রতিবৎসর পরিক্রমায় যাইতেন। ভূতেশ্বর মহাদেব যে স্থানে আছেন মথুরার সেই স্থান হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। সাধুদিগের পরিক্রমা প্রায় দেড় মাসে শেষ হয়। যে দিন পরিক্রমা শেষ হয় সেই দিবস সাধু-জমাত মথুরায় আসিয়া গোকর্ণ মহাদেব যে স্থানে আছেন সেই স্থানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিতেন। পরে জমাত ভাঙ্গিয়া যাইত এবং যিনি যথেচ্ছা গমন করিতেন। যে কয়দিন গোকর্ণ মহাদেবের নিকটে থাকিতেন সেই কয়দিন মথুরাবাসী লোক সাধুদিগের ভোজন যোগাইত। একবার পরিক্রমান্তে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জমাত লইয়া এইরূপে গোকর্ণ মহাদেবের সমীপে আসিয়া আসন স্থাপন করিলেন; এবং জমাত সেইখানেই পড়িল। সেইবার সাধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বড়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ক্রোধী ছিল। সহরে তাহারা সহরবাসী গৃহস্থদের ঘরে দুধ লুটিতে গিয়া অনেক ঝগড়া বিবাদ করিল। তাহাতে সহরবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সাধুদিগের নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রী প্রথম দিন উপস্থিত করিল না ; সুতরাং সাধুরা অনেকে অনশনে রহিলেন। নাগাজীর বর হেতু দুধ লুটিয়া লইতে তাঁহাদের অধিকার আছে বলিয়া সাধুরা মনে করেন। যাহা হউক, প্রথম দিবস সেইবার মথুরায় সাধুদিগের নিমিত্ত আহার্য উপস্থিত হইল না। তৎপর দিবস কয়েকজন মথুরাবাসী লোক সাধুদিগকে দর্শন করিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে একটু বাবু রকমের কয়েকজন জুতা-পায়ে আসিয়া একেবারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ধুনীর নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে জুতাপায় আসিয়া ধূনীতে বসিয়াছে, তৎপ্রতি তিনি তত লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু অপর একজন সাধু আসিয়া ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"হারে তুম্ সব্ ক্যায়সা জুতি লেকের মহাত্মাকা ধূনী পর আনকর বৈঠ্ গিয়া।" তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "হারে, হম্ বি ব্রজবাসী সাধু হ্যায়। জুতা লে আয়া তো ক্যা হোয়া।" সেই সাধু ও তখন চটিয়া তাহাদিগকে দুই এক গালি দিল এবং তাহারাও গালি দিয়া বলিল, "হারে, সব পেট্কা বৈরাগ। হম সব জান্তে হেঁ। সবই বড়া বড়া মহন্ত বন্ জাতে হেঁ, ঔর হিঁয়া আনকের ভুখা পড়তা হ্যায়।" এই অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একবার মাত্র তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কোন একটা কথাও তাহাকে বলিলেন না। এই তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে যে ব্যক্তি দন্ডায়মান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল এবং ছট্ফট্ করিতে লাগিল। অপর সকল মথুরাবাসী যাহারা জমাত দর্শন করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিয়া তাহার শবদেহ সেইখান হইতে অপসারিত করিল। গ্রামবাসীরা আসিয়া পরে সাধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু এইবার গোকর্ণের মহন্তের সহিতও

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কিছু গোলযোগ হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"আমি আর কখনও এখানে আসিয়া আসন স্থাপন করিব না।" তৎপর অবধি পরিক্রমার পর তিনি সেখানে যাইতেন না। অনেক বৎসর পর কোন কোন সাধু নিকটবর্তী কোন স্থানে যাইয়া আসন স্থাপন করিতেন। সেইস্থানে আর সাধু মেলা এখন হয় না।

কুম্ভের মেলা হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হইয়া থাকে। সেই সময় ব্রজের মহন্তকেও তথায় যাইতে হয়। সুতরাং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও তৎকালে শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কুম্ভমেলার স্থানে যাইতেন। তদ্ব্যতীত বজ্রমন্ডল পরিক্রমায় তিনি প্রতিবৎসরই যাইতেন। অন্য সময়ে সচরাচর শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা কিনারে পূর্বোক্ত ঘাটের উপরেই থাকিতেন। ব্রজবাসীরা অনেকে বিশেষতঃ গৌতমবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ গৌতম ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রধান ছন্নু সিং, নোনা সিং প্রভৃতি কয়েকজনের এজমালী স্বত্ব এক বাগিচা কেমারবন মহল্লায় রেলওয়ে লাইনের সংলগ্ন স্থানে ছিল। সেখানে হনুমানজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রজবাসী যুবক ও বালকেরা সেখানে গিয়া কুস্তী লড়িত। ছন্নু সিং প্রভৃতি মালিক গণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ঐস্থানে আনিয়া স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার নিকট একদিন এই বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করে। তাহাতে তিনি বলিলেন, "যদি এই স্থান আমাকে তোমরা একেবারে দান কর, তবে যাইতে পারি, নতুবা এই যমুনার কিনারেই বেশ আছি।" তাহারা দান করিতে সম্মত হইয়া বলিল, "আপনি এবং আপনার চেলা, নাতি চেলা প্রভৃতি যতদিন কেহ জীবিত থাকিবে তত দিন ইহা আপনাদের। কিন্তু আপনার চেলা শ্রেণীর কেহ না থাকিলে এই বাগিচা পুনরায় আমাদের বংশধরগণের স্বত্ব হইবে; এইরূপ বলিয়া তাহারা তাঁহাকে সেই বাগিচা অর্পণ করিল। ইহা অদ্যাবধি প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বের কথা। সেই বৎসরই প্রয়াগে মাঘ মাসে কুম্ভমেলা হয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখন যমুনার তীর ছাড়িয়া ঐ বাগিচায় আসিলেন এবং তথায়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছনের এক ঝুপরী প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতরে ধুনী স্থাপন করিলেন, এবং তদবধি সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার অল্প কিছুকাল পরেই প্রয়াগে কুম্ভের মেলা উপস্থিত হয়। তখন শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীকে আশ্রমে রাখিয়া, এবং প্রেমদাস নামক তাঁহার এক সাধক চেলা এবং কল্যাণ দাস, নামে একটি অতি কৃষ্ণকায় শূদ্রজাতীয় শ্রীসম্প্রদায়ের সাধুকে এবং গঙ্গা নাম্নী একটি বড় বকনা গাভীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রয়াগরাজে কুম্ভের মেলা স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয়েন।

এইস্থানে শ্রীযুক্ত প্রেমদাসজীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি ব্রজবালা ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন। দাউজীর নিকটস্থ এক গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একজন জ্যেষ্ঠ গুরু ভাই তাঁহাকে বালক কালে চেলা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেমদাস নামকরণ করেন; এবং তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট লইয়া গিয়া সমর্পণ করিয়া বলেন—এই চেলাটি তোমার নিকট থাকিয়া সর্বদা তোমার সেবা করিবে। ইহাকে তুমি আপন চেলার ন্যায় রাখিও।" তদবধি তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সর্বদা থাকিতেন। তাঁহার নাম যেমন প্রেমদাস তাঁহার স্বভাব ও তদ্রূপ প্রেমময় ছিল। লেখাপড়াও তিনি বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন, "সুরসাগর" পাঠ করিতে তাঁহার বড় প্রেম ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে অনেক স্থানে সময় সময় পুরাণাদির পাঠ পণ্ডিত সকল করিয়া থাকেন। এই পাঠ শুনিতে তাঁহার বড় প্রেম ছিল। সুতরাং তিনি অনেক সময় পাঠ শুনিতে যাইতেন। পণ্ডিতের পাঠ শুনিতে শুনিতে একবার তাঁহার মনের এইরূপ সংস্কার জন্মিল যে কণ্ঠী উপবীত প্রভৃতি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। খাদ্যাখাদ্যের নিষ্ঠা ও নিয়ম যেরূপ বৈষ্ণবেরা রক্ষা করেন তাহা নিষ্প্রয়োজন। পরমহংস বৃত্তি সর্বাপেক্ষা বৈরাগীর উপযুক্ত বৃত্তি। সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন। সর্ববস্তুই সমান। এই সকল মত তিনি আশ্রমে আসিয়াও প্রকাশ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "এতো ছিন্দি (পাগল) হো গিয়া। ইস্‌কা বাত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ক্যায়া শুনেঙ্গে।" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বর্হিগত হইবার পরক্ষণেই প্রেমদাসের উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশিত হইল, এবং তিনি উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম এবং বিস্ফারিত হইল; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ এক চিম্‌টা হাতে করিয়া আশ্রম হইতে বর্হিগত হইলেন এবং এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় দূরবর্তী বর্ষাণা প্রভৃতি স্থানে অতি দ্রুতবেগে গিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই কেবল বাবাজী মহারাজের মূর্তি দেখিতে পান। পাঁচদিন এইরূপ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কন্টকের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পুনরায় বৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দোখিতে পাইয়া অতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্বক আশ্রমে আনয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, প্রেমদাস বালক। তোমার বাল গোপাল। ইহার প্রতি কৃপা কর। এ একেবারে উন্মাদ হইয়াছে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ইহাকে কৃপা করিয়া প্রকৃতিস্থ কর।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মবারাজ বলিলেন, "আমি কি করিব। আমি কি বৈদ্য?" পরে গরীবদাসজী আরও অনুনয় বিনয় করিতে, তিনি বলিলেন, "ঠাকুরের প্রসাদ আছে। এই প্রসাদ ইহাকে দিতে পার। প্রসাদের মাহাত্ম্য যদিও এ মানে না, তথাপি খাওয়াইয়া ইহাকে দেখাও ইহার মাহাত্ম্য আছে কিনা।" তখন গরীবদাসজী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একখানি প্রসাদের রুটি প্রেমদাসের হাতে দিয়া তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, "ইহা খাও। তিনি ঐ রুটির এক টুকরা প্রথমে মুখে দিলেন; কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট "জহরের" মত তিক্ত বোধ হইল। গরীবদাসজীর ধমকানিতে তিনি ঐ টুকরাটি গলাধঃকরণ করিলেন, কিন্তু আর কোন প্রকারে কিছু খাইতে পারিলেন না। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজেই বলিলেন—"আরে খা! ঔর এক বখত দেখ ক্যায়সা হ্যায়।" মৌনী এই কথায় পুনরায় এক টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া মুখে দিলেন। কিন্তু এইবার মুখে দেওয়া মাত্র দেখিলেন যে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইহা যেন অমৃত। আর কখনও এইরূপ সুস্বাদু দ্রব্য তিনি খান নাই। তৎপর সমস্ত রুটি আস্তে আস্তে খাইলেন এবং তাহাতে পূর্বোক্তরূপ অমৃতের স্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। আহারান্তে তাঁহার ছন্নতা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "কেমন, তুমি না বলিয়াছিলে যে সকল বস্তুই সমান? এইক্ষণে প্রসাদের মাহাত্ম্য দেখিলে ত? এইজন্য বৈষ্ণবগণ শুদ্ধাচারে থাকিয়া পবিত্র দ্রব্যের দ্বারা ঠাকুরের ভোগ দেন। এই প্রসাদ অপর খাদ্যের তুল্য নহে। ইহার মাহাত্ম্য এত অধিক যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন।" প্রেমদাস তখন পুনরপি দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি পণ্ডিতের বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া পবিত্র অপবিত্র, শুচি অশুচি ইত্যাদি ভেদ কেবল ভ্রম মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আপনার কৃপায় আমার এই ভ্রম এক্ষণে দূর হইয়াছে।" তদবধি প্রেমদাস পুনরায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ অতি প্রেমিক হইলেও গাঁজা চরসের ধূম অধিক পরিমাণে পান করাতে তাঁহার মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিত; এবং তিনি সময় সময় অন্য লোকের সহিত ঝগড়া ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তাহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এক দিবস তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"ওরে তোর বড় ক্রোধ। তুই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিস্। অতএব অদ্যাবধি তুই মৌনী থাকিবি। কাহারও সহিত বার বৎসর কথা কহিতে পারিবি না।" শ্রীযুক্ত মৌনীজী এই সকল ঘটনা স্বয়ং বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যখন বাবাজী মহারাজ আমাকে এইরূপ বলিলেন, অমি তখনই বোধ করিলাম যেন আমার জিহ্বাতে কেহ "কুলুপ" লাগাইয়া দিয়াছে। আমার আর কথা কহিবার শক্তিই রহিল না। সুতরাং আমি বাধ্য হইয়া মৌনী হইলাম।" প্রেমদাসজী দ্বাদশ বৎসর এইরূপে মৌনী রহিলেন। সুতরাং তাঁহাকে মৌনী বলিয়াই সকলে ডাকিত। একবার তাঁহাকে অতি বিষাক্ত সর্প আঘাত করে। তিনি তীব্র দংশন-যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গেলেন। কিন্তু একবার "উ" করিবারও সামর্থ্য তাঁহার তৎকালে হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেইসময় এক জ্বলন্ত কয়লা ধুনী হইতে লইয়া সেই আঘাতের স্থানে বসাইয়া দিলেন। তাহা পুড়িতে লাগিল। কিন্তু তথাপি মৌনী একবার "উ" পর্যন্ত করিতে পারিলেন না। এইরূপ নিরবিচ্ছিন্ন মৌনবৃত্তিতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে মৌনীর মৌনব্রত ভঙ্গ করাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ভাণ্ডারা করাইলেন। ভাণ্ডারা স্থলে সকলে উপস্থিত হইয়া মৌনীকে বললেন, "তোমার ব্রত এক্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। তুমি কথা কও।" কিন্তু মৌনী তখনও কথা কহিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, তিনি কথা কহিতে পারেন না, যদি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কথা কহিবার শক্তি খুলিয়া দেন, তবেই তিনি কথা কহিতে পারিবেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মৌনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মৌনী তুমি এখন হইতে কথা কও।" তখন মৌনী বোধ করিলেন যেন তাঁহার জিহ্বার কুলুপ খসিয়া পড়িল; এবং তিনি আনন্দিত হইয়া "শ্রীজী" এই বাক্যটি প্রথমে উচ্চারণ করিলেন; এবং তৎপর হইতে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

মৌনীজী স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহার মৌনাবস্থায় ব্রজপরিক্রমার সময় তিনি একবার অভিমান করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবার ত্রুটি হইতেছে মনে করিয়া তিনি মনে মনে অতিশয় কষ্ট পাইলেন, এবং অনুতাপ করিয়া যেদিন পরিক্রমার জমাত রাধাকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই দিবস তিনি তথায় আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেই সময় স্বীয় আসনোপরি শায়িত হইয়া আরাম করিতেছিলেন। মৌনী সেই সময় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার চরণ প্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি;

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সুতরাং তুই আর আমার কাছে থাকিবি কেন? আমি দুঃখ পাইয়া মরিয়া গেলে তুই তখন আশ্রমে আসিবি।" মৌনী তখন নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে পদসেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই দেখিলেন যে তাঁহার হস্ত শ্রীযুকত বাবাজী মহারাজের অঙ্গে লাগিতেছে না, আসনের উপর পড়িতেছে; এবং বাবাজী মহারাজের শরীর সেইস্থানে নাই। মৌনী তখন একেবারে অবাক হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অজস্র চক্ষের জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন মৌনীজী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন তখন ক্ষণকাল মধ্যে পুনরায় দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্বের ন্যায় আসনেই শয়ান রহিয়াছেন। তখন মৌনী আশ্বস্ত হইলে তিনি বলিলেন—"কেমন, আমি চলিয়া গেলে যদি তুই প্রসন্ন হোস, তবে বল আমি এক্ষণি চলিয়া যাই। নতুবা এমন বৃদ্ধকে একলা ফেলিয়া যদি তোরা চলিয়া যাস্ তবে আর কে সেবা শুশ্রূষা করিবে। তিনি এমন অসহায়ের ন্যায় এই সকল কথা বলিলেন যে মৌনীর প্রাণ তাহাতে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। বেগের সহিত চক্ষের জল নিক্ষেপ করিতে করিতে মৌনী তখন উঠিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে তিনবার পরিক্রমা করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া করজোড়ে তাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে বসিয়া সেবা করিতে আদেশ করিলেন এবং "পুনরায় এইরূপ অভিমান করিয়া বৃদ্ধকে ফেলিয়া যাইও না" বলিলেন।

শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী পূর্বোক্ত প্রয়াগের কুম্ভমেলার ছয় মাস পরেই শ্রীবৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। তদবধি বহু বৎসর অকপট হৃদয়ে মৌনীজী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রান্না করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা পূজা করিতেন। পোড়া বাসন প্রভৃতি মাজিতেন, দূর হইতে স্কন্ধে করিয়া বহু ঘড়া জল আনিতেন, আশ্রম পরিষ্কার রাখিতেন। গরুসকলের কুটি কাটিয়া দিতেন, গোবরের দ্বারা কাণ্ডা প্রস্তুত করিতেন, এবং চেলা করিতেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পদসেবা করিতেন, এবং

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আবশ্যকীয় যখন যে কাজ পড়িত তৎসমস্তই স্বয়ং করিতেন। প্রায় সর্বদা একাকীই এই সমস্ত কার্য করিতেন, কখন কখন বা অপর কেহ সাহায্যও করিত। এতৎসমস্ত আমি নিজে চক্ষে দেখিয়াছি। তিনি পাককার্যে অতি নিপুণ ছিলেন, তাঁহার পক্ক ব্যঞ্জনাদি অতি সুস্বাদু হইত। সেবাকার্যে এরূপ নৈপুণ্য ও ধৈর্য আমার আর চক্ষুগোচর হয় নাই।

এই মৌনীজীকে এবং কল্যানদাস ও গঙ্গানাম্নী একটি বক্না গো সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কুম্ভের মেলায় গিয়াছিলেন ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই মেলা স্থলেই আমি প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দর্শন লাভ করি। একটি বড় ছাতার নীচে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসীন থাকিতেন। তাঁহার এক পার্শ্বে ঐ ছাতাটির নিম্নে মৌনীজী বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার মৌন তখন ভঙ্গ হয় নাই; সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না; সারাদিন একস্থানে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র ধারায় অশ্রু নীরবে বর্ষিত হইত; তাঁহার মুখমণ্ডল সর্বদা আরক্তিম থাকিত। দর্শক মাত্রেই সেইস্থানে তাঁহার মূর্তি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতেন। কুম্ভের স্নানের দিবস সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এক হস্তীর উপর উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া ত্রিবেণীতে স্নানার্থ গমন করেন। তৎপর মাঘ মাস সমস্ত কুম্ভের মেলা থাকে। ফাল্গুন মাসে মেলা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগত হয়েন। তৎপরাবধি তিনি নিয়ত আশ্রমেই বাস করিতেন কেবল ভাদ্রমাসে বন পরিক্রমার সময় জমাত লইয়া ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা করিতে যাইতেন; এবং একবার অর্থাৎ ১৯০৩ সালে ডিসেম্বরমাসে ১৩১০ বাংলার পৌষ মাসে) কলিকাতা আসিয়া প্রায় একমাস কাল বাগবাজার বোসপাড়ার যে বাটিতে আমি বাস করিতেছিলাম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই বাটিতে অবস্থিতি করেন। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়া ১৩১৬ বাংলার ৮ই মাঘ তারিখ পর্যন্ত তথায় নিয়ত বাস করিয়াছিলেন।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যে মাঘ মাসে প্রয়াগের কুম্ভের মেলা হয় পূর্বে বলিয়াছি তৎপরবর্তী শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী আশ্রমে থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর সাধুত্ব সম্পূর্ণ নির্দোষিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ভগবান অনন্তদেব, যাহার প্রতি তনি অতিশয় আকৃষ্ট ছিলেন এবং যাঁহার মূর্তি তিনি দক্ষিণ হইতে আনিয়া সর্বদা পূজা করিতেন, তিনি তাঁহাকে এই মানবদেহের দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া স্বীয় ধামে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সর্পরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার দেহকে দংশন করেন; কিন্তু গরীবদাসজী এমনই ধৈর্যসম্পন্ন ছিলেন যে সেই সর্পের দংশন যন্ত্রণা যে তাঁহার কিছুমাত্র অনুভব হইতেছিল তাহা বাক্য অথবা মুখের ভঙ্গির দ্বারাও কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই। ভীষণ দংশন করিবার পর "এক কিরা কাট খায়।" এই কথা মাত্র বলিয়া তৎপরেই ভোর রাত্রে তাঁহার নিয়মিত সময়ে তিনি স্নান করিলেন। স্নান করিয়া নিয়মিত ইষ্ট উপাসনার নিমিত্ত উপবিষ্ট হইয়া অল্পক্ষণ পরেই ঢলিয়া পড়িলেন; নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় তিনি গুরুসন্নিধানে শয়ন করিলেন; তাঁহার মুখশ্রী পূর্ববৎ প্রশান্ত এবং নির্মল রহিল। অবশেষে দেহ একেবারে নিস্পন্দ হইলে তিনি গোলকধামে গমন করিয়াছেন জানিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার দেহকে যমুনায় বিসর্জন করিলেন। বর্ষাকালের প্রবল স্রোতে দেহ যমুনায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু যেন ব্রজধামের প্রতি তাঁহার দেহেরও প্রীতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মথুরার বিশ্রাম ঘাটের সম্মুখে সেই অতি দীর্ঘ জটাজুটসমন্বিত বৃহদাকার দেহ তিন দিবস পর্যন্ত সকলের দর্শনার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহার প্রিয় বিশ্রাম ঘাট যেন সাধুসঙ্গ লাভার্থেই যমুনার মধ্যে ঘূর্ণিপাক উপস্থিত করিয়া তাহার দেহকে আপন সন্নিধানে রক্ষা করিল। তিনি মথুরাবাসী সকলের পরিচিত ছিলেন, সুতরাং মথুরাবাসী জনগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও আরতি করিতে লাগিল; এবং সকলেই শোকাতুর হইয়া তাঁহার অনুপম গুণাবলীর কীর্তন করিতে লাগিল। এইরূপে তিন দিবস

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পর্যন্ত ব্রজবাসীকে দর্শন করিয়া বিশ্রামঘাট পরিত্যাগ করিয়া দেহ অদৃশ্য হইল।

শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর দেহান্ত হইলে শ্রীযুক্ত মৌনীজী সেবাকার্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন; এবং অকপট প্রাণে সেবাকার্যে রত হন। এইরূপে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার অতীত হয়। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; এবং আমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই সময়ের মধ্যে দুইবার কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত একসঙ্গে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রেমিক প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ হয়। অবশেষে শিরঃপীড়া ও হাঁপানি রোগে তিনি ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন; এবং অন্তিমে আশ্রম হইতে কেশী ঘাটে গিয়া দেহত্যাগ করেন।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ অবস্থার লীলা

পূর্বে যে প্রয়াগরাজে কুম্ভের মেলায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গমন করার কথা বলিয়াছি, তাহা ১৩০০ বাংলা সালের মাঘ মাসে মিলিত হয়। সেই মেলাতেই প্রথম আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করি। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুও সেইবারে বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই মেলায় গমন করিয়া মেলা স্থানে সাধুদিগের মধ্যে তাঁবু বসাইয়া তথায় স্বীয় আসন স্থাপন করিয়াছিলেন।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমি ইতিপূর্বে কোন যোগী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় দ্বাদশ বর্ষ তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া প্রাণায়ামাদি যোগ শিক্ষা করিতাম। অবশেষে আমার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, যে পর্যন্ত সাধন এই সম্প্রদায়ে আছে তাহা আমার লব্ধ হইয়াছে। এই ধারণা আমার ভ্রমাত্মক হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপই আমার ধারণা হইল; এবং এখানে থাকিয়া যে আমার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইবে এইরূপ আর বিশ্বাস রহিল না। কারণ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কেহ লাভ করিয়াছেন এইরূপ পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। যে সকল সাধন ও ক্রিয়া ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে তৎসমস্ত বিশেষ কল্যাণকর সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা যে কাহারও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে অথবা হইতে পারে এই বিষয়ে আমার বিশ্বাস তিরোহিত হইল। এতৎ সমস্তই আমার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে এইরূপই প্রতীতি জন্মিল। সুতরাং যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন এবং যাঁহার কৃপায় আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, এমন সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি সদ্‌গুরু লাভের চিন্তা করিতে লাগিলাম।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সহিত আমি বহুপূর্বাবধি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনি এই কুম্ভের মেলার প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে সদ্‌গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; ঐ কুম্ভের মেলার পূর্বে তাঁহার বহু শিষ্যও হইয়াছিল; আমিও সময় সময় তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম এবং তাঁহার তীব্র তপশ্চরণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধান্বিত ছিলাম; তাঁহার সাধনের বেগ এমন ছিল যে আমি কিছুদিন পরে পরে যাইয়া দেখিতাম যে ইতিমধ্যেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার নেত্রের ভঙ্গীর এবং মুখশ্রীর পরিবর্তন অতি শীঘ্র শীঘ্র ঘটিতেছে লক্ষ্য করিতাম। তাঁহার এই সকল পরিবর্তন তাঁহার সাধনাবস্থার উন্নতির সূচক ছিল। এইরূপ সচরাচর সাধকের ঘটে না। আমি তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অতি অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে করিতাম।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কিন্তু এই সকল উন্নতি দর্শন করাতেই আমি তাঁহাকে তৎকালে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারি নাই, তাঁহাকে অতি উচ্চ অবস্থার পুরুষ বলিয়া মনে করিলেও উচ্চ সাধক বলিয়াই মনে করিতাম, একেবারে সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইত না; সুতরাং তাহাকেও গুরুত্বে বরণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না।

আমার মনের এইরূপ অবস্থা ঘটিলে একবার আমার অন্তঃকরণের অতিশয় ব্যাকুল অবস্থায় কোন দৈব কৃপাবশে আমি একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র লাভ করিলাম এবং সেই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরু আমার লাভ হইবে বলিয়া আমি সেই দৈব কর্তৃক উপদিষ্ট হইলাম। একদিন মধ্য রাত্রির পর কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত একটি বাটির বারান্দায় একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইল। সেই নিভৃত স্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া তাহার উত্তর চিন্তা করিলাম। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর চিন্তায় উপস্থিত হইল না। কোন প্রকারে এক সিদ্ধান্ত করিয়া বাটিতে চলিয়া গেলাম। তাহার এই তিন মাস পরে মাঘ মাসে একজন বন্ধুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত একত্রে আমি পূর্বোক্ত কুম্ভের মেলা দর্শনার্থ প্রায়াগে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম এবং তিনিও প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়াছেন বড় ভাল হইয়াছে। এখানে অনেক মহাত্মা পুরুষের সমাগম হইয়াছে। কাহারও শুভদৃষ্টি পড়িলে উদ্ধার হইয়া যাইবেন।" যে বন্ধুটি আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রয়াগে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায়। তিনি এই কুম্ভের মেলার প্রায় ৪/৫ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমার যাইবার পূর্বাবধি শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম, ঠিক

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সেই সময়ে শ্রীযুক্ত অভয়বাবুও তথায় আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া বড় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"এই মাত্র আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে আসিতেছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার এখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু সে অদ্যাপি আসিল না। সে আসিবে কি? তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "সে এখনই আসিতেছে।" চলুন আপনারা উভয়ে তাঁহার দর্শন করিয়া আসিবেন। তখন আমরা দুইজনেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলাম। অভয়বাবু যে কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমি পূর্বেই শ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কি প্রকারের সাধু তৎসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না। শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর সহিতও পূর্বে এ বিষয়ে আমার কোন কথাবার্তা হয় নাই। অভয়বাবুর সঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বৃহৎ ছাতার নীচে জটাজুটধারী অতি তেজঃপুঞ্জকলেবর এক প্রাচীন সাধু উপবিষ্ট আছেন। অভয়বাবু ইহাকেই তাঁহার গুরুদেব বলিয়া নির্দেশ করিলেন। আমরা উভয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। অভয়বাবু তাঁহার নিকটে আমদের এইরূপে পরিচয় দিলেন "ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাঁহার এখানে আসিবার কথা কিয়ৎক্ষণ পূর্বে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, আর ইনি আমাদের একটি বন্ধু; ইঁহারা দুইজনে এই মাত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আয়া ত বহুত আচ্ছা হুয়া।" এবং আমাকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন "ইন্‌কো ত হম বৃন্দাবনমে দর্শন কিয়া।" আমি তৎপূর্বের আশ্বিনমাসে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, এবং হরিনারায়ণবাবুও কিছুকাল পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সহিত কিছুকাল আমাদের কাহারও পূর্বে সাক্ষাৎ হয় নাই; তথাপি তিনি কেন কেবল আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিলেন তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা তিনজনেই তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের সমীপে উপবিষ্ট হইলাম। আমরা উপবিষ্ট হইলে আমার মনে যে প্রশ্নটি আমহার্ষ্ট

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থ বারান্দায় মধ্যরাত্রের পর বসিলে দুই তিন মাস পূর্বে উদয় হইয়াছিল বলিয়াছি, সেই প্রশ্নটি ও তাহার উত্তর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রথমেই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। এই সম্বন্ধীয় কোন কথা তখন আমার মনেও ছিল না। তিনি এইরূপ বলিবেন আমি একেবারে চমকিয়া উঠলাম, মনে ভাবিলাম "এ কি, দুইমাস কাল পূর্বে নিভৃত দূরবর্তী স্থানে গভীর নিশীথে বসিয়া মনে মনে আমি কি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি তাহা ইঁহার বিদিত হইয়াছে!! ইনি কিরূপে ইহা জানিলেন? তবে বোধ হইতেছে আমার মনের আবদার ঙগবান শুনিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন যিনি যেখানে আছেন তাহারও ইঁহার খবর হইয়াছে, বোধ হয় ইনি একজন ভগবজ্জন হইবেন, তাহাতেই ইঁহার এই বিষয়ে অবগতি আসিয়াছে" এইরূপ ভাবিয়া আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত বড় আশাযুক্ত হইলাম। তৎপর আবার ভাবিতে লাগিলাম "আচ্ছা যদি ইনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগতই হইয়াছেন, তাহা হইলেও আমাকে এইরূপে বলিলেন কেন? তবে কি আমি যেরূপ মহাপুরুষের আশায় কাল কাটাইতেছি, ইনি সেইরূপ মহাপুরুষ এবং আমার প্রতি কৃপা করিবেন বলিয়া এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিলেন? যাহা হউক, আমি এক্ষণে কেবল দেখিয়া যাইব, কোন কথা কিছু বলিব না।" এইরূপ স্থির করিয়া দুই পাঁচ মিনিট বসিয়া অন্যান্য কথাবার্তা শুনিলাম; তৎপর শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে আসিয়া আহারাদি করিলাম, এবং তৎপর অন্যান্য সাধু ও সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া ও নানা সৎপ্রসঙ্গে সেদিন অতিবাহিত করিলাম।

তৎপর দিবস প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া শুনিলাম শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামীকে দর্শন করিতে যাইবেন। শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামী তাঁহার জমাত লইয়া ঝুসির সংলগ্ন একটি বালি চরার উপরে আপন আসন স্থাপন করিয়াছিলেন; দিল্লীর এক শেঠ দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; যত লোক স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইতেন প্রত্যেককেই তিনি অতি পরিপাটিরূপে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উদর পরিতৃপ্তি করিয়া ভোজন করাইতেন; শুনিয়াছি যে প্রত্যহ ৩/৪/৫ হইতে ১০ হাজার পর্যন্ত লোক তথায় আহার করিত। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু তাঁহার দর্শনে সশিষ্য যাইবেন শুনিয়া আমিও তথায় যাইব স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে বহু লোক (প্রায় ৬০/৭০ জন লোক) তৎকালে একত্র হইয়াছিলেন, সকলেই প্রাতে চা খাইতেন। অপর সকলে চা খাইয়া শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর সঙ্গেই তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে কেবল তাঁহার শিষ্য শ্রীধর, অশ্বিনী এবং অভয়বাবু ও আমি চা খাওয়ার অপেক্ষায় তাঁবুতে রহিলাম। তখন আমাদের নিমিত্ত ও চা আসিল; এবং শ্রীধর চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "গোঁসাই এত শিষ্য করিয়াছেন আমার ভাল লাগে না, এখানে যেন এক হাট বসিয়াছে, সমস্ত দিন গোলমাল; এর চেয়ে বড় কাঠিয়া বাবাকে আমার ভাল লাগে; শুনিয়াছি তাঁহার গুরু বলিয়াছেন চারি চেলা করিবে; তিনিও তদনুসারে চারি দেশে চারি চেলা করিয়াছেন, আর চেলা করেন না।" শ্রীধরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি এই সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম, তাঁহার যে সময় সময় মাথা গরম হয় এবং তখন যাহা ইচ্ছা বকেন, তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার এই কথা সত্য মনে করিয়া আমি ভাবিলাম যে পূর্বদিবস আমি যে ধারণা করিয়াছিলাম, "যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই বা সেই পুরুষ হইবেন, যিনি আমার গুরু হইয়া আমাকে কৃপা করিবেন" তাহা সত্য নহে; কারণ শ্রীধর বলিলেন, তিনি আর চেলা করেন না। অতএব পূর্বদিবসের চিন্তা কেবল বৃথা কল্পনা বলিয়া আমি অবধারণ করিলাম। তৎপর চা খাওয়া হইলে আমরা চারিজন সাধুমণ্ডলীর পরিক্রমা করিয়া খ্যাতনামা সাধুদিগকে বিশেষরূপে অভিবাদন করিতে করিতে চলিলাম। প্রথমে ছোট কাঠিয়া বাবাজী নামক জনৈক সাধুকে অভিবাদন করিয়া তৎপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যেমন তাঁহার আসন সমীপে বসিলাম, আমনি তিনি আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন, "হমারা তো পাঁচ ছে চেলা হেয়। সুপাত্র হোনেসে অব্‌ভী চেলা করতে হেঁ। এই কথা কোন প্রসঙ্গ বিনা তিনি বলাতে অল্পক্ষণ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পূর্বে শ্রীযুক্ত শ্রীধরের কথা প্রসঙ্গে আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকেই বলা হইতেছে বলিয়া আমি ধারণা করিলাম। কিন্তু তখনও প্রকাশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া অপর সাধু সকলকে দর্শন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি মোটে ৫।৬ দিবস প্রয়াগের মেলা স্থানে ছিলাম ; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিবসেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে গেলে এইরূপ কোন না কোন কথা তিনি বলিতেন, যাহাতে তাঁহার অন্তর্যামিত্ব আমার নিকট প্রকাশিত হইত, এবং যেন আমাকে তিনি কৃপা করিবেন বলিয়া এইরূপ পরিচয় দিতেছেন বলিয়া আমার ধারণা হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার কিংবা অপর কাহারও নিকট আমি এই সকল ভাব প্রকাশ করিলাম না। পরে যে দিবস আমি মেলা হইতে চলিয়া আসিব, সেই দিবস তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গেলাম। যখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া আসিব, তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুম্‌চৈত্ মাহিনেমে বৃন্দাবনমে যায়কের হামকো ফের দর্শন দেনা।" আমি বলিলাম, "মহারাজ! আমি ওকালতী কার্য করি, চৈত্রমাসে কোন দীর্ঘ ছুটি নাই, আমি কেমন করিয়া সেই সময়ে বৃন্দাবনে যাইব? তবে আপনি যদি আমাকে টানিয়া নেন, তবে আমি যাইতে পারি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমককো মহাবীরজি জরুর লে যায়গা!" তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া হরিনারায়ণ বাবু ও আমি পুনরায় কলিকাতায় আসিলাম। কিন্তু আমার মনে শ্রীযুক্তবাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছিল তাহা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না এবং পূর্বের দৈবপ্রাপ্ত মন্ত্রেরই সাধন আমার চলিতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কুম্ভের মেলা উপলক্ষে প্রয়াগে বাস কালের দুই একটি প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর কোন কোন শিষ্যের ও অপরের মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাহার উল্লেখ এইস্থানে করিতেছি। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মহারাজের নিকট এক দিবস গিয়া দেখিলেন যে গঙ্গা নাম্নী যে একটি গো সঙ্গে ছিল তাহার গায়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিজের কম্বলখানি পরাইয়া দিয়াছেন এবং নিজে বস্ত্রহীন শরীরে বসিয়া আছেন। প্রয়াগে মাঘ মাসে ত্রিবেণীর নদীগর্ভস্থ বালুকাময় স্থানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসন ও সাধুদিগের জমাত পড়িয়াছিল ; সুতরাং সেখানে অতিশয় শীত। এই শীতে তিনি আচ্ছাদনবিহীন হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"বাবাজী মহারাজ! এই গাভীকে আপনার কম্বলখানি দিয়া নগ্নকায়ে বসিয়া আছেন কেন? পশুতো অমনিই থাকে। তাহাকে আপনার কম্বল দিয়া আপনি শীত ভোগ করিতেছেন কেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"বাবা, এই স্থানে বড় শীত! ইহার শীতে বড় কষ্ট হইয়াছে, এ মৌনী, এ অপরকে কিছু বলিতে পারে না ; সুতরাং আমাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমার ধুনী আছে এবং গায়ে বিভূতি মাখা আছে, আমার শীত লাগে না।" মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এতদূর (বৃন্দাবন) হইতে এই গোটিকে এখানে কেন আনিলেন? ইহাকে আশ্রমে রাখিয়া আসিলেই তো হইত।" শ্রীযুক্ত বাবাজী বলিলেন "আমি তো ইহাকে আনিতে চাই নাই, আমি তো রেল গাড়ীতে বসিয়াই আসিতে পারিতাম ; কিন্তু এই গোটি আমাকে বলিল, 'বাবা তুমি মেলায় চলিয়া যাইবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া নিবে না? তোমার সঙ্গে আমারও যাইতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।' তাহাতেই আমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে এখানে আসিয়াছি। ইহাকে এখানে আনতে আমার কিছু কষ্ট নাই।"

শ্রীযুক্ত অভয়বাবু বলিলেন যে ঐ মেলার সময় একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মত অবস্থাপ্রাপ্ত ভক্ত কি এক্ষণকার কালে হয়?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হয়।" অভয়বাবু বলিলেন, "এই মেলাস্থলে কি এমন কেহ আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ বহুত আয়া। উস্‌সে বড়া বি বহুত আয়া। বাকি কাঁহা আঁখ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তোমরা দেখ্‌নে কো। হিঁয়া দেবলোক বি আওয়া হায় ; ভগবান আপনে সাথ সাথ রয়তে হেঁ।"

মেলা ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। আমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইতেছি এই মাত্র বন্ধুবর্গকে বলিয়া চৈত্র মাসের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর সঙ্গে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী, শ্রীযুক্ত মৌনীজী, কল্যাণদাস নামক রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধুটি যাঁহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তিনি এবং পুষ্করদাস নামক আর একজন সাধু তখন আশ্রমে ছিলেন। আমার সন্ধ্যার পর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও অপর সকলকে অভিবাদন করিলাম। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর চেহারা দেখিয়া আমি তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। যেন শান্তির সাগর বলিয়া তাঁহাকে আমার বোধ হইতে লাগিল। তিনি রাত্রে ডাল ও রুটি প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইলেন। আমরা প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এইবার আশ্রমে ছিলাম। নিত্যই অতি উপাদেয় ডাল রুটি হইত। আমরা প্রীতিপূর্বক প্রসাদ পাইতাম। ভাতের জন্য কোন আকাঙক্ষা আমাদের হইত না। সকলেই স্বহস্তে আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিতেন, আমরাও আহারান্তে আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিয়া উচ্ছিষ্ট থালা মাজিয়া পরিষ্কার করিতাম। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট বোধ হইত না। কিন্তু আহারাদি বিষয়ে কোন কষ্ট না হইলেও আশ্রমে থাকিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কার্যকলাপ দর্শন করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। তথায় যাইবার পূর্বে আমি ভাবিয়াছিলাম যে হয়তো গিয়া দেখিব যে তিনি অধিকাংশ সময় সমাধিস্থই থাকেন ; অথবা এইরূপ অন্য কোন অলৌকিক ভাবে থাকিয়া কালযাপন করেন, কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলাম যে তিনি অতিশয় সাধারণ অপেক্ষাও সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। নিত্য নিজে প্রাতে বাজার করিতে যান এবং খুব দর করিয়া শাক

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তরকারী প্রভৃতি জিনিস পত্র বাছিয়া খরিদ করেন। নিজে কাঁধে করিয়া তৎসমস্ত বাজার হইতে আশ্রমে লইয়া আসেন। অপর কোন চেলা দ্বারা জিনিস পত্র খরিদ করাইলে খুব কড়াকড়ি করিয়া তাহার হিসাব লয়েন। সেবাকুঞ্জের নিকট রাস্তার কিনারে সকালে বিকালে বসেন। যাত্রী সকল এই রাস্তায়ই গমনাগমন করে। কেহ সিকি পয়সা, কেহ আধ পয়সা, কেহ বা একটি পয়সা তাঁহাকে ভিক্ষা দেয়। একটি সম্পূর্ণ পয়সা কোন যাত্রী দিলে তিনি বড় প্রসন্নভাবদেখান। ব্রজবাসী কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট ঐ স্থানেই বসিয়া গাঁজা খায় এবং যাত্রীকে রাস্তায় যাইতে দেখিলে কখন কখন বলিয়া উঠে "আরে ইয়ে দুধাধারী বাবা হ্যায়, এ খালি দুধ পিকের রয়তা হ্যায় ; ইন্‌কো কুছ্ দেও।" যাত্রীদিগকে ব্রজবাসিগণ কখন এইরূপ আহ্বান করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে থাকেন। এইরূপে দুই বেলা কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে লইয়া আসেন এবং সেই পয়সা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখেন। অপর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতেও দেন না। যেন চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কিত। সন্ধ্যার পর আশ্রমে বসিয়া যখন আমাদের সহিত কথাবর্তা বলেন তখনও ভগবৎ প্রসঙ্গ একবারও করেন না। জিনিস পত্রের মহার্ঘতা ইত্যাদির কথা, জল, কোন্ স্থানে ভাল, কোন স্থানে মন্দ, ইত্যাদিরকথা, কে ধনী কোন্ কালে তাঁহাকে টাকা দিয়াছে ইত্যাদির কথা, জয়পুরের রাজা আসিবে এবং আসিয়া অবশ্য তাঁহাকে নিত্য পাঁজ মূর্তির খোরাকের বন্দ্যোবস্ত করিয়া দিবে এবং ঐ রাজার মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার সময় তাঁহাকে অবশ্য অনেক অর্থ দিবে, ইত্যাদির কথা লইয়া ব্রজবাসীদিগের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেন। কখনও বা সামান্য কারণে অথবা অকারণে রাগ করিয়া কোন শিষ্যকে চিম্‌টা দ্বারাই আঘাত করিলেন, এবং নানাবিধ অশ্লীল কথা বলিয়া (যেমন তৈরি মাকি... তেরি বাহিনীকি... ইত্যাদি বলিয়া) বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে গালি দিতে লাগিলেন। যে কেহ পয়সা দেয় তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অমুক ব্যক্তি কিছু দেয় না, সে কোন কর্মের লোক নহে, এই বলিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

নিন্দা করিতে লাগিলেন, অমুক ব্যক্তি কিছু দেয় না, সে কোন কর্মের লোক নহে, এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং সাধারণতঃ অভয় বাবুর প্রতি খুব স্নেহ এবং আমার প্রতি কিছু কঠোর ও ভিন্ন ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

অপর দিকে দেখিলাম আশ্রমটি নানাবিধ সর্পের আবাসভূমি বলিলেই হয়। হনুমানজীর মূর্তি একটি অতি ছোট কুঠরীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বেও এরূপ ছোট (হাত দুই মাত্র প্রশস্ত) আর দুইটি অন্ধকারময় চোর কুঠরী আছে। তাহার নানা স্থানে গর্ত এবং গোক্ষুর ও রক্তবংশী প্রভৃতি বৃহৎ সর্প সকল তাহাতে বাস করে। ঐ হনুমানজীর কুঠরী ও পার্শ্বস্থ দুইটি চোর কুঠরীর সম্মুখদিকে একটি অল্পায়তন বারন্দার মত স্থান আছে, তাহা প্রায় চারি হস্ত পরিসর এবং প্রায় সাত আট হাত লম্বা ; তাহার একদিকে একখানা ভক্তপোষ পাতা আছে, তাহার উপরে শ্রীযুক্ত বাহাজী মহারাজ শয়ন করেন। অতি দীর্ঘকায় রক্তবংশী একটি সর্প অনেক সময় আসিয়া হনুমানজীর আসনের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। এক লাঠির মাথায় বলের মত করিয়া নেক্‌ড়া জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সেই লাঠি হাতে করিয়া তাহার নেকড়ায় আবৃত অগ্রভাগ দিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ সর্পটির শরীর ঠেলিতে থাকেন এবং বলেন, "আরে হট্ যা, হট্ যা।" তখন সেই সর্পটি হনুমানজীর আসন হইতে নামিয়া একটি গর্তের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তিনি হনুমানজীর গায় সিঁদুর লেপিয়া মালা পরাইয়া দেন। এই সকল ভীষণ সাপের আবাসভূমিস্বরূপ গৃহে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ রাত্রে একক থাকেন। তাহাদের সহিত যেন তাঁহার সখ্যভাব। আবার আশ্রমে যে সকল ছোট অথবা বড় গাছ কি লতা আছে, তিনি স্বয়ং ভোজন করিবার পূর্বে একখানি খুরপা হাতে করিয়া প্রতিদিন তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যান। কাহারো গোড়ার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেন, কাহারো গোড়ায় জল দেন, কাহারো গায় হাত বুলাইয়া আসেন। প্রতিদিন এইরূপ করেন। আর নিজের আহার্য রুটি হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চড়ুই প্রভৃতি পাখীর জন্য এক জায়গায় নিক্ষেপ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

করেন এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। তৎপরে নিজে আহার করেন। নিজে আহার করিয়া আবার আমাদিগকে ডাকিয়া আমাদের হাতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেন।

একটি ছোট ঘোড়া তাঁহার ছিল। একদিবস সেই ঘোড়াটি যথাসময়ে আশ্রমে আসিল না।তাহার জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় মাঠে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার অন্বেষণ পাইলেন না। আশ্রমে আসিয়া বলিলেন—"আমার ঘোড়া চলিয়া গিয়াছে। বদ্‌মায়েসেরা কেহ লইয়া গিয়া থাকিবে। এখন কি করিব।" তখন পূর্বোল্লিখিত তাঁহার ডাকাত চেলা গোঁসাইয়া আশ্রমে উপস্থিত ছিল। সে তাহার উভয় নাসিকার নিঃশ্বাস বেগের সহিত পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"বাবাজী মহারাজ! কুচ চিন্তা মৎ কর ; তোমার ঘোড়া আয় যায়গা।" তিনি বলিলেন, "আয় যায় গা?" সে বলিল, "হ্যাঁ মহারাজ, ঠিক আয় যায় গা।" তিনি যেন তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন।

আর একটি ব্যবহার তাঁহার ছিল, তাহাও এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। খাদ্য যে কোন বস্তু হউক, অতি অল্প পরিমাণেও আশ্রমে আসিলে তাহা কণিকা কণিকা করিয়াও আশ্রমস্থ সকলকে বাঁটিয়া দিতেন। অধিক হইলে অধিক করিয়া দিতেন; নিজে সর্বশেষে এক কণিকা মাত্র গ্রহণ করিতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অভয়বাবু ও আমি ও কয়েকজন ব্রজবাসী আশ্রমে বসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত কথোপকথন করিতেছি। তখন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কি একটি কথা বলিলেন (এক্ষণে তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না)। তাহাতে আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটু জোরের সহিত উত্তর করিলাম। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাত জোড় করিয়া যেন বালকের মত হইয়া বলিলেন, "বাবা! হম্ বুড্‌ডা আদমি মুরখ হ্যায়, তোমারা বাল গোপাল ; শাস্ত্রকা বাত নহি জান্তি হেঁ ; তুম্ সম্‌ঝায় দেও।" আমি তখন অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিলাম।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাঁহার এবংবিধ চরিত্র দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে প্রয়াগরাজ হইতে আমি যে ধারণা লইয়া গিয়াছিলাম, তৎসমস্ত তিরোহিত হইল। দিন দিনই নূতন নূতন কার্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে ইনি অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। লেখা পড়াও বিশেষ জানেন না, বিশেষ কোন যৌগৈশ্বর্যও ইহার নাই। গ্রামেও খুব প্রাচীন বৈষয়িক লোক যেরূপ থাকে, ইঁহার অবস্থাও আমি তদ্রূপই দেখিতেছি! কোন প্রকার পার্থক্য বোধ হইতেছে না। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার প্রয়াগে আমার নিজের সঙ্গেই যে সকল কথাবার্তা তিনি বলিয়াছিলেন পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি, সেই সকল কথা মনে হইয়া ইঁহাকে তদ্রূপ সাধারণ লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, প্রয়াগে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক হইতে পারে। আবার ভাবিলাম যদি ইঁহার কোন প্রকার সাধনঐশ্বর্য না থাকে, তবে সমস্ত সাধু-সম্প্রদায় ইহাকে এত সম্মান করিয়া অগ্রগণ্য করিয়া মেলায় স্নান করিতে গেলেন কেন! এক বার মনে হইল যে ইনি বয়োবৃদ্ধ এবং ব্রজের মহন্ত পদ পাইয়াছেন, এই নিমিত্ত অপর সাধুগণ তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকিতে পারেন। আবার মনে হইল যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছিলেন অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধুদিগের মধ্যে মেলাস্থলে আছেন এবং বয়োবৃদ্ধ অনেক সাধু আছেন। ইহারা কি কেবল ইহার বার্দ্ধক্য দেখিয়া ইহার এমন সম্মান করিতেন! এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক আমার মনে সর্বদা চলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও নিকট তাহা কিছু প্রকাশ করিলাম না। কেবল তাঁহার আচরণ সকল দেখিয়া যাইতে লাগিলাম, এবং মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। অবশেষে শ্রীমদ্ ভাগবতের কয়েকটি কথা একদিন হঠাৎ আমার স্মরণ হইল ; মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা করিতেছিলেন, তখন নানা অলৌকিক কার্য তিনি করিয়া থাকিলেও যে সকল কার্য এমন ভাবে করিতেন, যে কেহই তাঁহাকে সাধারণ বালক অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করিত না। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চরিত্রে মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। পরে কেবল তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। এই সকল শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা স্মরণ হইয়া আমার মনে হইল যে ইনি যদি তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহাও তো অসম্ভব নয়, তাহা হইলে অবশ্য ইহার কার্যকলাপ লোকের বিচার-শক্তির অতীত হইতে পারে এবং সমস্ত কর্মই লীলা মাত্র হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় আশঙ্কা করিলাম যে ইনি এইরূপ হইয়াছেন ইহাই বা আমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিতে পারি? আমার নিজের এমন চক্ষু নাই যে ইহার অবস্থা চিনিয়া লই। অবশ্য তিনি এইরূপ পুরুষ হইলে আমি যেরূপ সদ্‌গুরু চাই, ইনি তাহাই। কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে না জানিয়া কিরূপে ইহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারি। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি অবশেষে স্থির করিলাম যে আমি বৃন্দাবন দেখিতে আসিয়াছি, বৃন্দাবনই এইবার দেখা হইল ; অন্য কোন মনের বিষয় কাহারও নিকট কিছু বলিব না। আর ইনি যদি তদ্রূপই পুরুষ হন তবে আমার মনের এই সমস্ত চিন্তা ও সন্দেহ অবশ্যই জানিতেছেন ; এবং আমাকে যদি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি নিজে নিজেই তাহা প্রকাশ করিবেন এবং আমার সন্দেহ যাহাতে দূর হয় তাহা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি স্থির হইলাম।

ইহার দুই তিন দিবস পরে অভয় বাবুর ভ্রাতা হরিনারায়ণ বাবুর লিখিত এক পত্র আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটেই বসিয়া আছি এমন সময়ে সেই পত্র খানা গেল। অভয় বাবু পোষ্টকার্ডে লিখিত সেই পত্র খানা পড়িয়া আমাকে দিলেন, আমি তাহা পড়িতে লাগিলাম। অভয় বাবুর নিকট কলিকাতা হইতে সর্বদাই পত্র যায়, কিন্তু কোন পত্রের বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন কথা কখনও জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু পূর্বোক্ত পোষ্টকার্ড পত্রখানা আমি পড়িতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "ইস্‌মে ক্যা লিখা হ্যায় বাতাও।" এই পত্রে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হরিনারায়ণ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি কিনা। বাস্তবিক তৎপূর্বে কিংবা পরে আর কোন পত্র কখনও তিনি আমার নিকট লিখেন নাই ; এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে যে আমার কখনও ইচ্ছা হইয়াছে তাহাও আমি কখনও তাঁহার কিংবা অপর কাহারও নিকট বলি নাই। কেন যে কেবল এই মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পত্রে কি লেখা আছে তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত ববাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন ইহাতে লেখা আছে, "বাবুজী আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা আমার ভাই এই পত্র লিখিয়াছে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, উন্‌কো লিখ্ দেও কি ইন্‌কা দীক্ষা হাম্‌সে মিল্ গিয়া।" অভয় বাবুকে এই কথা বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইস্ বক্‌ত্ তোমকো দীক্ষা নেহি দেয়েঙ্গে। তোমারি স্ত্রী কি সঙ্গ্ শ্রাবণ মাইনামে ফের হিঁয়া আইও, ওস্ বকত্ তুম্ দোনোকো এক সঙ্গ্ দীক্ষা দেয়েঙ্গে।" এই কথা শুনিয়া আমার চিন্তা দূর হইল। আমি মনে মনে বলিলাম আমার তো এই সময়ে দীক্ষার কথা বারণ করিলেন ইহা ভালই হইল। ইহার প্রতি আমার সন্দেহ দূর হইলে পরে যেরূপ হয় দেখা যাইবে।

ইহার দুই তিন দিবস পরেই আমরা শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিলাম। আশ্রমে থাকাকালীন আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্যবহার করিতেন ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু আশ্রম হইতে যখন বিদায় লইয়া আসি তখন তিনি আমার প্রতি একবার এমন ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন যে আমার সর্বশরীর যেন মধুময় হইয়া গেল ; এবং তাঁহাকে একমাত্র স্নেহ ও প্রমেরই আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত প্রেমের সঞ্চার হইল এবং কলিকাতা আসিয়া পৌঁছা পর্যন্ত ইহা আমার অন্তরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিন্তু তৎপর

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দুই এক দিনের মধ্যেই ইহা পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল এবং আমি পূর্বের শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালীন কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে সাধকের পক্ষে তিন চারটি উপদেশ পালন করা অশেষবিধ কল্যাণকর। যথা ঃ—

(১ম) চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে নিদ্রিত না থাকা।

এই উপদেশটির অনুকূলে সাধুদিগের উপদিষ্ট একটি গাথা আছে তাহাও বলিয়াছিলেন, যথা ঃ—

"পহেলা পহর মে সব কৌই জাগে।
দোস্‌রা পহর মে ভোগী।।
তিস্‌রা পহর মে তস্কর জাগে।
চৌথা পহর মে যোগী।"

(২) ভিতরসে কাম কর্‌না, নিন্দা স্তুতি কো নেই দেখ্‌না।

আমি ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছিলেন যে আপনার অন্তরে ভাল মন্দ বিচার পূর্বক কার্য করিবে। কেবল বাহিরের নিন্দাস্তুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য করিবে না।

(৩) সদা শুক্ল রহ্‌না। ইহার অর্থ নিষ্পাপ ও নিষ্কপট হওয়া আমি বুঝিয়াছিলাম।

অন্যান্য কথাও বলিয়াছিলেন ; এইস্থলে এই তিনটি কথারই বিশেষ উল্লেখ করিলাম।

আমি কলকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমোক্ত উপদেশটি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, অনভ্যাস বশতঃ তাহাতে অনেক সময়েই অকৃতকার্য হই, এবং যখন কৃতকার্য হই তখন মস্তিষ্ক, গরম হইয়া উঠে ও আমার ওকালতী ব্যবসার কার্য করিতে কিঞ্চিৎ শারীরিক কষ্টও বোধ হয়। আমার শরীরের স্বভাবতঃ বায়ুপ্রধান ধাত। বহুবর্ষ পূর্বে হইতে একদিনের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জন্যও আমার সুনিদ্রা হয় নাই। পূর্বে যোগী সম্প্রদায়ে থাকাকালে যে সকল প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া আগ্রহের সহিত সাধন করিতাম তাহাতে আমার শরীরে বায়ুর গতি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে বহু বৎসর পূর্ব হইতে আমার সুনিদ্রা একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। শেষ রাত্রে ঠাণ্ডার সময়ে একটু নিদ্রার শান্তি পাইতাম ; কিন্তু তৎকালেও নানাবিধ স্বপ্ন মাত্র হইত। সুতরাং শেষ প্রহরে জাগরণের চেষ্টা করাতে অনেক সময় অকৃতকার্য হইতাম এবং কৃতকার্য হইলেও সারাদিন মস্তিষ্ক গরম থাকিত। কিন্তু চেষ্টা করিতে তথাপি ক্ষান্ত হইতাম না। এই অবস্থায় আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমার একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। ঘরের ভিতরে জানালার ঠিক সংলগ্নস্থানে মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিয়া আছি, শেষরাত্রে নিদ্রাবেশ হইয়াছে। তখন একজন কেহ আমাকে 'উঠ' বলিয়া আমার উপরে একটি ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলিল ; ঢিলটি আমার গায় আসিয়া পড়িল ; আমি তখনই উঠিলাম এবং ঢিলটি হাতে করিয়া লইলাম, কিন্তু জানালার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; আরও দেখিলাম যে মশারির কোন স্থানে ছিদ্র হয় নাই। ইহাতে ঢিল কিরূপে মশারির ভিতরে আসিয়া আমার গায়ে পড়িল তাহা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না ; খুব আশ্চর্যান্বিত হইলাম।

তৎপরে আর একদিবস খোলা ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষরাত্রে অতি মৃদুস্বরে কেহ আমার নাম করিয়া দুই তিন বার ডাকিল। সেই মৃদুস্বরে ডাক শুনিয়া আমি উঠিয়া দেখিলাম চারিদিক নিস্তব্ধ, কোন জনপ্রাণী কোন দিকে দৃষ্ট হইল না ; অবাক হইয়া চিন্তা করিতে করিতে ছাদে বেড়াইতে লাগিলাম।

এই সকল ঘটনার মূল কারণ কি তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি যে দৈবপ্রাপ্ত মন্ত্র পূর্বে জপ করিতাম, তাহাই তখনও জপ করিতাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি আমার আস্থা যে জন্মে নাই, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রাবণ মাসে যাইয়া দীক্ষা লইতে যে পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রাবণ মাসে যাইয়া দীক্ষা লইতে যে তিনি বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে নাই ; সুতরাং সেই বাক্যে আমার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না এবং শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া বিষয়েও তখন আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। আমি মনের কষ্টেতেই—কবে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইব, এই চিন্তাতেই দিনপাত করিতেছিলাম। দিনের বেলায় ব্যবসায় কর্ম করিতাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তৎসংক্রান্ত কোন কর্ম করিতাম না, এই বিষয়ের চিন্তাতেই আমার সময় যাইত। বোধ করি তন্নিমিত্তই ভগবান আমার প্রতি দয়ার্দ্র হইলেন এবং আমার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত আমার অভাবনীয় রূপেই উপায় সৃষ্টি করিলেন। আষাঢ় মাসের শেষভাগে আমি পূর্বোক্তরূপে এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি ; শেষ রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রোপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। আমাকে ঐ ছাদের উপরে এইরূপে দীক্ষা দিয়া যখন তিনি যান, তখন সেইস্থানে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর মূর্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যেন অন্তরের প্রত্যেক স্তরে স্তরে তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল সংশয় আমার ছিল তৎসমস্ত তখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বোধ করিতে লাগিলাম যে সেই মুহূর্ত হইতে আমার জীবন ধন্য হইল এবং আমি অভিলষিত সদ্‌গুরু লাভ করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে চৈত্র বৈশাখ মাসে গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্র দর্শনে যে সকল সন্দেহ আমার উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত মুহূর্ত মধ্যে তিরোহিত হইল, তাঁহাকে পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি বলিয়া আমি বোধ করিতে লাগিলাম।

অতঃপর শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে আমার স্ত্রী ও একটি বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভ্রাতা ও শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সমভিব্যাহারে আমি প্রসন্নচিত্তে বৃন্দাবনে গেলাম এবং আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অভিবাদন করিলাম। তিনি তখন আমাকে বলিলেন যে ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী তিথিতে আমাদের উভয়কে তিনি দীক্ষা দিবেন। তখন জন্মাষ্টমীর ৮।১০ দিন বাকী ছিল। এই যে কয়দিন আশ্রমে রহিলাম, তখনও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাধারণ আচার ব্যবহার ঠিক পূর্ববৎই দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর সেই সকল আচরণ আমার সংশয় জন্মাইতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম ইহা তাঁহার লীলা মাত্র, আমার বুদ্ধির গম্য নহে। যিনি এখানে থাকিয়াও সহস্র মাইল দূরস্থিত কলিকাতায় আমাকে দৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রবোধিত ও দীক্ষিত করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহার নিকট আমার আত্মসমর্পণ করিতে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ ভাবিয়া আমি পুনরায় দীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিলাম ; কিন্তু তথাপি তাঁহাকে জানাইলাম যে পূর্বে কলিকাতায় ছাদের উপর অবস্থিত হইয়া যখন দীক্ষা দিয়াছেন তখন আর পুনরায় দীক্ষার প্রয়োজন কি ? তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ পুনরায় দীক্ষা দিব।" আমি তাহাতে পুনরায় দীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী অভয় বাবু ও আমার নিকট বলিলেন যে, তাঁহার একবার দীক্ষা দেশস্থ গুরুর নিকট হইয়াছে, সেই মন্ত্র তঁহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তিনি পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতে শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহাকে প্রতিদিনিই সদগুরু হইতে দীক্ষার মাহাত্ম্য বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। জন্মাষ্টমীর পূর্বরাত্রেও অভয় বাবুর সহিত তাঁহার কথোপকথন হইল ; তিনি বলিলেন অনেক দিন তিনি তাঁহার মন্ত্র রটন করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সেই মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র জপ করিবেন না ; আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতাম না কারণ আমার ধারণা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইয়াছিল যে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন জন্মাষ্টমীর দিনে আমার সহিত এক সঙ্গে তাঁহার দীক্ষা দিবে, তখন যেরূপেই হউক স্ত্রীর দীক্ষা হইবে।

অতঃপর জন্মাষ্টমীর দিবস প্রাতে আমরা সকলে শৌচ ও স্নানাদি করিয়া আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিলেন, বাজার হইতে নূতন বস্ত্র তুলসী কাষ্ঠের মালা, এবং গোপী চন্দন আনিতে হইবে ; অদ্য তোমাদের দীক্ষা হইবে। আমি এই কথা শুনিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা আনিতে ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিব। আমার জন্যও কাপড় এবং মালা আনিবে।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি না বলিয়াছিলে আর দীক্ষা গ্রহণ করিবে না?" তিনি বলিলেন, "আমার পুনরায় তো দীক্ষা নিবার ইচ্ছা ছিল না সত্য কিন্তু আজ প্রাতঃকাল হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কেমন এক আবেগ আমার ভিতর হইতে আসিয়াছে। তুমি যখন দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তখন আমিও গ্রহণ করিব।"

তখন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে বাজারে গেলাম এবং একজোড়া নূতন বস্ত্র, দুইটি তুলসী কাষ্ঠের মালা এবং কিছু গোপী চন্দন লইয়া আশ্রমে আসিলাম। পরে পূর্বাহ্নেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। প্রথমে একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে তিনবার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন এই মন্ত্র সচরাচর জপ করিবে। পায়ে জুতা রাখিয়া কখনও ইহা জপিবে না। এই মন্ত্র আমাকে অর্পণ করিয়া পুনরায় আর একটি মন্ত্র যাহা পূর্বে কলিকাতায় ছাদের উপর আবির্ভূত হইয়া আমাকে দিয়াছিলেন বলিয়াছি, সেই মন্ত্রটি পুনরায় আমার কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিয়া উপদেশ করিলেন কিন্তু এই মন্ত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া দিলেন যে "ইহার জপ করিতে হইবে না, ইহা কালক্রমে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে ; ইহার জপ আপনা হইতেই হয়, করিতে হয় না।" আমার দীক্ষার পর আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন, কিন্তু আমার উভয় মন্ত্র হইতে তাঁহার মন্ত্র পৃথক্। আমার

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সাক্ষাতেই তাঁহার দীক্ষা হইল। এইরূপে আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছি। ইহা ১৩০১ বাংলা সালের ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্র মাহাত্ম্য ইহা দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমার নিজ জীবন সম্বন্ধে এতগুলি কথা এইস্থলে উল্লেখ করিলাম।

জন্মাষ্টমী হইতে তৃতীয় দিবসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্রজের বন-পরিক্রমায় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। শ্রীযুক্ত পুষ্করদাস এবং কল্যাণদাস এই দুইজন সাধুও এবং পূর্বোক্ত গঙ্গা নাম্না গাভীটি আশ্রম হইতে বাবাজী মহারাজের সঙ্গে চলিলেন। সেইবার ব্রজধামে অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছিল, প্রায় প্রতিদিনই খুব বৃষ্টি হইত। রাস্তায় জল এবং পাঁক প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ছিল। একটি স্থানে আমার মনে আছে, কিছুদূর পর্যন্ত চলিবার সময় হাঁটু পর্যন্ত পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া যাইত। আমাদের ব্যবহারের জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটি ছোট তাঁবু দিয়াছিলেন আমরা প্রত্যেক দিনের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া খোঁটা পুঁতিয়া তাঁবু টাঙ্গাইতাম এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের থাকিবার জন্য তাঁহার বড় ছাতা মাটিতে বসাইয়া দিতাম। ঐ তাঁবুর ও ছত্রের চতুর্দিকে প্রায় তিন পোয়া গভীর করিয়া খালের মতন খাদ খনন করিয়া লইতাম ; নতুবা বৃষ্টির জল বাহির হইতে আসিয়া তাঁবু ও ছাতার ভিতর প্রবেশ করিত এবং সমস্ত স্থান কাদাময় হইয়া যাইত। আমরা যে কয়জন কলিকাতা হইতে গিয়াছিলাম বলিয়াছি, তাহারা তাঁবুর ভিতরে এক এক জন এক এক চাটাই ও একখানা কম্বল বিছাইয়া আপন আপন আসন করিতাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসন বড় ছাতার নীচে স্থাপিত হইত। পুষ্করদাস এবং কল্যাণদাস অপর ছোট একটি ছাতার নীচে আসন লাগাইত।

কোন দিন তিন ক্রোশ, কোন দিন চারি ক্রোশ, কোন দিন পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় প্রথমে ঐ সকল তাঁবু প্রভৃতি টাঙ্গাইতে হইত। একখানা গরুর গাড়ী আমাদের সঙ্গে ছিল। সেই গাড়ীতে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমাদের সমস্ত জিনিস-পত্র থাকিত। তাহাতেই তাহা বোঝাই হইয়া গিয়াছিল। তিনটি বয়েল তাহা টানিত ; কিন্তু রাস্তা অতিশয় পঙ্কিল থাকায় এই তিনটি বয়েলের পক্ষেও গাড়ী টানিয়া নেওয়া কষ্টকর হইত। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা তাঁবু প্রভৃতি স্থাপিত করিবার পর শুষ্ক কাষ্ঠ অন্বেষণে সাধুরা যাইতেন। তাঁহারা যে গাছে শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিতেন সেই গাছ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ কুঠার দ্বারা কাটিয়া লইয়া আসিতেন ; এবং কাণ্ডা (বড় বড় ঘুঁটে) গ্রামবাসীর ঘর হইতে লইয়া আসিতেন।

এই ব্রজ-পরিক্রমার একটি বিশেষ রীতি এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই রীতি শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজের সময় হইতে ব্রজধামে প্রচলিত হইয়াছে। ব্রজের অন্তর্গত 'পায়গাম নামক স্থান শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজের জন্মস্থান। তিনি সাধু হইয়া বর্ষাণার নিকটবর্তী তিনদিক উচ্চ পাহাড় শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত এক সমতল উপত্যকার নাম 'কদম খণ্ডী'। নাগাজীর সময় হইতে ইহা 'নাগাজীর কদম খণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কদম খণ্ডীতে বহু বৎসর কঠোর সাধন করিলেও যখন তিনি ভগবৎ দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অভিমান করিয়া ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন মনস্থে এক হস্তে আপন কমণ্ডলু ও অন্য হস্তে আপন চিম্‌টা লইয়া তিনি প্রস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের স্বভাবতঃ সখ্যভাব এবং নাগাজীরও তাঁহার প্রতি সেই ভাবই ছিল। সুতরাং বহুদিন তপস্যার পরও যখন ভগবৎদর্শন লাভ হইল না, তখন তিনি এইরূপ মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ভূমিতে সিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এই ভূমিতে অপর কাহাকেও সিদ্ধ হইতে দিবে না। অতএব, "আমি তাহার ধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া তপস্যা করিব। দেখি সে আমাকে অন্যত্র কিরূপে বাধা দেয়।" সখার প্রতি এইরূপ অভিমান করিয়া নাগাজী চিমটা ও কমণ্ডলু হস্তে কয়েক পদ গমন করিলে এক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের নিম্নদেশ দিয়া যাইবার সময় তাঁহার বৃহৎ জটাসকল সেই কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের কণ্টকে চতুর্দিক হইতে এমন ভাবে আবদ্ধ হইল যে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাহাতে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল। তিনি তাহাতে আরও অভিমান করিয়া ভাবিলেন, "ইহা সেই শঠেরই চাতুরী! আমি এই স্থান হইতে যাইতেছি, তাহাতেও যে কণ্টকের দ্বারা আমার জটাসকল বিদ্ধ করিয়া আমার গতিরোধ করিল। আচ্ছা, আমি এই কণ্টকবিদ্ধাবস্থায়ই থাকিব। দেখি সে আমার কি করিতে পারে।" এইরূপে অভিমানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া শ্রীমান্ নাগাজী চিম্‌টা কমণ্ডলু হস্তে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবস্থায় একদিনের পর অপর দিন করিয়া তিন দিন তিন রাত্রি তাঁহার সেই স্থানে অতিবাহিত হইল। পরে চতুর্থ দিবসে ভক্তবৎসল ভগবান চতুর্ভূজ মূর্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং অপর দুই হস্তে কণ্টকজাল হইতে তাঁহার জটা সকলকে উদ্ধার করিলেন ; বলিলেন, "নাগাজী, তুমি এই স্থানে থাক। তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আমি তোমার সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিব!" শ্রীমান্ নাগাজী ভগবৎদর্শন ও আলিঙ্গন লাভ করিয়া বিগতশোকমোহ হইলেন, এবং ভগবানের বহুবিধ স্তুতি করিলেন। তখন ভগবান্ পুনরায় তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে নাগাজী বলিলেন, "তুমি যদি নিতান্তই আমাকে বর দিবে তবে এই ব্রজধামের 'আধা পুত (পুত্র) আধা দুধ' আমাকে অর্পণ কর। অর্থাৎ ব্রজের লোকের ঘরে যে সকল পুত্র জন্মিবে তাহাদের বংশ রক্ষার্থ অর্দ্ধেক গৃহস্থ থাকিবে, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সাধু হইয়া নাগাজীর সমাজ (সাধু সমাজ) বৃদ্ধি করিবে ; এবং ব্রজের গৃহে গৃহে যে দুধ প্রত্যহ গাভীসকল ক্ষরণ করিবে তাহার অর্দ্ধভাগ সাধুদিগের স্বত্ব হইবে। এই অর্দ্ধভাগ সাধুগণ যদৃচ্ছাক্রমে লইয়া উদর পরিতৃপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভজন করিবে।" নাগাজী এই বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে তাহাই অর্পণ করিলেন। পরে নাগাজী বলিলেন, "তুমি যে আমাকে এইরূপ বর দান করিলে তাহা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? তাহাতে ভগবান বলিলেন, "আমি স্বয়ং তোমার বর প্রতিফলিত করিব। তুমি ব্রজের গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে থাক, আমি তোমার চেলা হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব এবং সর্বত্র তোমার এই বর প্রচার করিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অর্দ্ধেক দুধ লুটিয়া আনিয়া দিব।" তখন গুরু নাগাজী এবং চেলা ভগবান ব্রজের গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চেলা সর্বত্রই নাগাজীর এই বর প্রচার করিতে লাগিলেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে গৃহস্থদিগের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অর্ধেক দুধ কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। যাহারা দুধ লইতে বিশেষ বাধা দিল, তাহাদের সমস্ত দুধ তৎক্ষণাৎ পোকাময় হইয়া যাইতে লাগিল এবং কাহারো বা গরু, অথবা মহিষ, অথবা বাছুর তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইতে লাগিল। ব্রজবাসিগণ এই সকল ঘটনা দেখিয়া এবং গুরু চেলা উভয়ের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দর্শন করিয়া নাগাজীর বর যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিল; এবং আনন্দের সহিত আপনাদিগের পুত্র সকলের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক লইয়া শ্রীমন নাগাজীকে চেলারূপে অর্পণ করিতে লাগিল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই নাগাজীর বর ব্রজমণ্ডলে প্রচার করিয়া ভগবান নাগাজীকে কৃতার্থ করতঃ অন্তর্হিত হইলেন। নাগাজীর বহু চেলা হইল এবং ব্রজধাম সাধুশ্রেণীর দ্বারা পরিশোভিত হইল। অদ্যাপি ব্রজধামে নাগাজীর এই বরের প্রভাব তিরোহিত হয় নাই। অদ্যাপি দুইটি পুত্র জন্মিলে ব্রজের পিতা মাতা অনেক স্থলে একটিকে বালক কালেই স্বয়ং আনিয়া কোন না কোন সাধুর চেলা করিয়া দেন; না দিলে বালক অনেক সময় আপনা হইতেই পলায়ন করিয়া গিয়া সাধুর চেলা হয়। দুধ সম্বন্ধেও নাগাজীর বরের মাহাত্ম্য এযাবৎ লুপ্ত হয় নাই। পরিক্রমার সময় আমরা দেখিয়াছি সাধু সকল কেহ কমণ্ডলু, কেহ ঘটি, কেহ কলসী, কেহ বৃহৎ পিতলের চপটা (ডেক্‌চি) ইত্যাদি লইয়া রাস্তায় চলিতে চলিতে যে সকল গ্রাম পাওয়া যায় তাহার কোন গ্রামে একদল অপর গ্রামে অপর দল প্রবিষ্ট হইয়া ব্রজবাসীর ঘর হইতে স্বহস্তে দুগ্ধ-ভাণ্ডের দুধ ঢালিয়া লইয়া আসেন। কিরূপে এই দুধ লুটের লীলা তাঁহারা করিয়া থাকেন, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

নাগা সাধু একটি হাঁড়ি হস্তে এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্থের উঠানে একটি নিমগাছ তলায় (ব্রজের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

নিমগাছ আছে) এক খাটিয়ার উপরে বসিয়া গুড়গুড়িতে গৃহস্বামী তামাক খাইতেছেন। দুগ্ধ লইবার ভাণ্ড হস্তে নাগা সাধুকে আসিতে দেখিয়া গৃহস্বামী হাসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহাভ্যন্তরস্থ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "নাগা দুধ লুটিতে আসিয়াছে।" অমনি গৃহস্বামিনী কোমরে আঁচল বাঁধিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। নাগা কোন একটি বাক্য ব্যয় না করিয়াই তখনই গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রবেশ করিয়াই দুগ্ধ-ভাণ্ড হস্ত দ্বারা ধারণ করিলেন। ব্রজ গোপী অমনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং উভয়ে পরস্পরের বল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী উঠানে খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন এবং হাসিতে হাসিতে দেখিতেছেন, কাহার জিত কাহার হার হয়। অবশেষে সাধু জয়ী হইলে তিনি গোপীকে হটাইয়া দিয়া জোর করিয়া দুগ্ধ-ভাণ্ডের অর্ধেক দুধ নিজ হাঁড়িতে ঢালিয়া লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নাগা জিতিয়াছে দেখিয়া গৃহস্বামী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন, "বাহা নাগা, তোমরা লেঙ্গোটা সাচ্চা হ্যায়। দুধ লেকের খুব পিও" নাগা সাধুরা প্রায় এইরূপ স্থলে জয়লাভই করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা যথার্থই এ যাবৎ অধিকাংশই বীর্যধারণক্ষম, এবং মৈথুন ব্যাপার হইতে বিরত, সুতরাং শক্তিশালী। কিন্তু ব্রজে বহু পালোয়ান স্ত্রীলোকও আছেন। তাঁহারা বড় বড় পালোয়ানের বল ধারণ করেন। এইরূপ স্থলে নাগারা কখন কখন হারিয়াও যান। যে স্থানে এইরূপ স্ত্রীলোক আছে জানেন, সেই স্থানে সাধুদিগের মধ্যেও যাঁহারা খুব পালোয়ান তাঁহারাই গিয়া থাকেন। আমি কোন কোন প্রাচীন সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে এক গ্রামে পূর্বে এক যোগী এত বলিষ্ঠ ছিলেন যে কোন পালোয়ান তাঁহাকে কুস্তীতে হটাইতে পারিত না। সেই পালোয়ান গোপীর বাড়ীতে কেবল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজে গিয়া তাঁহাকে হটাইয়া দুধ লুটিয়া আনিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি গেলেই আর সে বাধা দিত না। পরিচিত যথার্থ সাধু গেলে, ব্রজ গোপীরা কোন সময় আমোদ করিয়া কুস্তী বাধাইত, নতুবা বিনা বাধায় তাহাদিগকে দুধ লইয়া যাইতে দিত।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

একজন অর্দ্ধেক দুধ লইয়া যাইবার পর অধর্ম পূর্বক অপর একজন পুনরায় দুধ লইতে উদ্যত হইলে এবং কোন কোন স্থলে প্রথম নিবারণ সময়েই যথার্থ ঝগড়াও উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ঘরে শিশু অথবা রুগ্নের নিমিত্ত দুধের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে গোপীরা তাহা উল্লেখ করিয়া সাধুদিগের বারণ করিলে না মানিয়া সাধু দুধ লুটিতে চাহিলে সত্য সত্যই ঝগড়া ও মারামারি অনেক স্থলে হইত। কিন্তু সাধারণতঃ দুধ লুটের লীলা এইরূপেই হইতে আমরা প্রথম বৎসর দেখিয়াছি। পরে অনেকবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে এইরূপ পরিক্রমায় গিয়াছি। মধ্যে এক বৎসর বাদ দিয়া অপর সস্ত্রীক আমি পরিক্রমায় যাইতাম। এইরূপ বহুবার পরিক্রমায় গিয়াছি কিন্তু প্রথম দুই একবার যেরূপ সাধু মেলা ও আনন্দ দেখিয়াছি, পরবর্তী সময়ে ক্রমশঃই তাহার হীনতা দর্শন করিয়াছি। ব্রজের সাধুদিগের দুধ লুটের ব্যাপার বর্ণনা করিলাম। পরিক্রমার সময় প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁবু প্রভৃতি স্থাপন করিতে করিতেই সাধু সকল দুধ লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং আমরা সকলে দুধ খাইয়া লইতাম। কখনও বা রাস্তায় চলিতে চলিতেই কোন সাধু দুধ লুটিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দিতেন। প্রথম দুই একবার পরিক্রমাতে এইরূপই হয়। তৎপরে আর দুধ এইরূপ সর্বদা পাওয়া যাইত না। ব্রজে অকাল পড়াও ইহার একটি কারণ।

আমাদের প্রথম বারের পরিক্রমার দুই একটি বিশেষ ঘটনাও এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। তদ্দ্বারাও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্র কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে।

পূর্বে বলিয়াছি যে বর্ষাণার অনেক দূরে কদমখণ্ডী নামক স্থানে শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হয়েন, সেই কদমখণ্ডী নামে বিখ্যাত। শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিলে এই স্থানেই তাঁহার দেহের সমাধি হয়। জন্মাষ্টমীর পর শুক্লা চর্তুদ্দশী তিথিতে ঐ কদমখণ্ডীতে সমস্ত সাধুমণ্ডলী আসন স্থাপন করেন, এবং ব্রজমণ্ডল হইতে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ব্রজবাসিগণ সমাগত হয়েন; সেই দিবস সেইখানে বৃহৎ মেলা হয়, এবং রাসধারিগণ আসিয়া রাসলীলা করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণ সেইস্থানে মালপোয়ার ভোগ সেই দিন দিয়া থাকেন, এবং সাধুগণ মালপোয়ার প্রসাদ পাইয়া থাকেন, সেই দিবসটি নৃত্য গীত ও আনন্দে কাটিয়া যায়। পর দিবস তথা হইতে সাধু মণ্ডলীর আসন উঠিয়া যায়, এবং তিন ক্রোশ ব্যবধানে কাম্যকবনের গয়াকুণ্ড নামক কুণ্ডের উপরে গিয়া সকলে অবস্থান করেন। কদমখণ্ডী ও কামবনের (কাম্যকবনের) মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নভূমি আছে। এইশ্‌থানে প্রায় প্রতিবৎসর কিছু কাদা আমরা পাইয়াছি। আমাদের প্রথম পরিক্রমা বৎসর অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে সেইস্থানে এত অধিক জল হইয়াছিল যে আমাদের শকট লইয়া সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাওয়া অসাধ্য বলিয়া সকলে অবধারণ করিলাম, অতএব শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন যে তিনি ঐ রাস্তায় যাইবেন না এবং গয়াকুণ্ড ও মোহরাণার রাস্তায় না গিয়া বিঠোরা ও খটবটের রাস্তায় গিয়া জমাতের সঙ্গে মিলিবেন। আর ইহা অবধারিত হইল যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাধক চেলা মহন্ত শ্রীযুক্ত তিলকদাসজীর সঙ্গে সাধু জমাত গয়াকুণ্ডে যাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিমিত্ত রসুই শ্রীযুক্ত পুষ্করদাসজী করিতেন, কিন্তু তিনি বলিলেন যে তিলকদাসজীর সঙ্গে তিনি গয়াকুণ্ডে যাইবেন। আমি ভাবিলাম যে পুষ্করদাসজী চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের রসুইয়ের কষ্ট হইবে। এইজন্য মেলা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সায়ংকালীন আরতি হইয়া গেলে আমি শ্রীযুক্ত অভয়বাবু ও পুষ্করদাসজীকে সঙ্গে লইয়া সাধুদিগের জমাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক পাহাড়ের মধ্যে এক নিভৃত স্থানে গমন করিয়া পুষ্করদাসজীকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষের সেবা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র যাওয়া উচিত নহে। তিনি বলিলেন, "আমি প্রায় বিশ বৎসর কাল যাবৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আছি, আমি এই পর্যন্ত তাঁহার সিদ্ধান্তই দেখিয়াছি ও জানি যে তিনি কামজিৎ পুরুষ,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কামরিপুকে তিনি সম্যক্ জয় করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ক্রোধ এবং ধনলাভ মিটে নাই, এই উভয়টিই তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপনি বলিতেছেন তাঁহার খুব ক্রোধ আছে এবং সর্বদা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেন; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ক্রোধী ব্যক্তির লক্ষণ কি? আপনি বলুন। যদি কাহারও প্রতি আপনার ক্রোধ হয় ও কাহারও সহিত ঝগড়া করেন তবে ঝগড়ার পর তাহার প্রতি আপনার কিরূপ বুদ্ধি থাকে? তাহার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি অন্ততঃ কিছুকাল পর্যন্ত থাকে না কি? ঝগড়ার পরেই তাহার সহিত পূর্ববৎ সরলভাবে মিশিতে ও হাস্য কৌতুক করিতে পারেন কি? তিনি বলিলেন,"না, অন্ততঃ কিছুকাল পর্যন্ত তাহার প্রতি মনোমালিন্য থাকে।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা, আপনি বিশ বৎসর বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়াছে, আপনি সত্য করিয়া বলুন ঝগড়ার পরেও কাহার প্রতি তাঁহার এইরূপ মনোমালিন্য থাকা দেখিয়াছেন কি না।" তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি তাঁহার প্রতি মিথ্যা কথা বলিব না, আমি এইরূপ কখন দেখি নাই; এই মুহূর্তে তিনি "মাকি"..." তেরি"...ইত্যাদি অশ্লীল বাক্য বলিয়া গালাগালি করিলেন, হয়ত লাঠি নিয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, সে হয়ত তাঁহাকে গালাগালি করিল। আবার পরক্ষণেই বালকের মত তাহার সহিত বসিয়া হাস্য-কৌতুকাদি করিতে লাগিলেন এবং নানা গল্প বলিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন প্রকার বিকারবুদ্ধি তাহার প্রতি রহিল না। আমি বলিলাম তবে তাঁহার গালাগালি করা ও ঝগড়া করাকে ক্রোধ বলিয়া আপনি মনে করিতে পারেন না; আপনি জানিবেন যে ইহা কেবল বাহিরের ফট্‌কার ও লীলামাত্র; যাঁহারা ভগবদ্রূপ হইয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন যে, তাঁহাদের কেহ বালকবৎ কেহ উন্মাদবৎ কেহ পিশাচবৎ থাকিয়া বাহ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইজন্য অজ্ঞান সাধারণ লোক সকল তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে বঞ্চিত হয়।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমি তখন তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বলিলেন, বাবাজী মহারাজ বড় লোভী, তাঁহার বলবতী ধন পিপাসা আছে; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধনলাভের লক্ষণ কি? যাহার ধনলোভ আছে, সেই ব্যক্তি যাহার নিকট তাহার ধনলাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে?" পুষ্করদাসজী বলিলেন "তাহাকে সে আদর করে, যত্ন করে, তাহার পিছে পিছে ফিরে ইত্যাদি।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বিশ বৎসর বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়াছেন, আপনি সত্য করিয়া বলুন ধনীলোকের সহিত তাঁহার কিরূপ ব্যবহার দেখিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, বাবু, তুমি এই কথা যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে ধনীলোকের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতিশয় কঠোর! আমরা সর্বদাই এইজন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হই। অন্য লোকের কথা কি বলিব; একবার বিজিনা গ্রামের মহারাজা অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে দর্শন করিচে আসিলেন, আর তিনি অমনি যেন ভয়ানক চটিয়া এমন মানীলোককে, যেমন দূর দূর করিয়া কুকুর তাড়ায় প্রায় তদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। একটু বসিতেও আদর করিলেন না। তুমি নিজে যেবার প্রথমে আশ্রমে আসিয়াছিলে, তোমার প্রতি কিরূপ কড়া ব্যবহার তিনি করিতেন, দেখিতে না কি? একদিনও ত আদর করিয়া তোমার সহিত একবার কথা কহেন নাই। এইবারও ত তোমাকে বিশেষ আদর করিয়া ব্যবহার করিতে দেখি না। আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, "যাহার ধনলোভ আছে, ধনীলোকের প্রতি কি তাঁহার এইরূপ ব্যবহার করা সম্ভব হয়? তখন পুষ্করদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবুজী! বাবাজীর লীলা-'পরম্পরা', আমি বাবু কিছু বুঝিতে পারি না। ক্রোধ, লোভ ত সর্বদাই দেখিতেছি। গালাগালি, ঝগড়া বিবাদ ত সর্বদাই সকলের সহিত সমানভাবে করিতেছেন, আর পয়সা, কড়ি, জিনিসপত্র ত এমনভাবে সঙ্গে সঙ্গে রাখেন যে আমরা তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেই পারি না। আচরণে দেখান যেন কেহ তাঁহার জিনিসপত্র, টাকা, পয়সা চুরি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া সর্বদাই শঙ্কিত আছেন। গরীবদাস এমন মহাত্মা সাধু ছিল, প্রাণপণে নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবা করিত, গুরু ভিন্ন কিছু জানিত না, তথাপি তাহার প্রতি এইরূপই ব্যবহার করিতেন। আবার অন্য কেহ সত্য সত্য চুরি করিয়া তাঁহার কোন জিনিস লইয়া গেল, কিন্তু তাহার প্রতিও পূর্বে যে ভাব পরেও সেই ভাব।" একটি সাধুর নাম করিয়া বলিলেন, সে সর্বদা সঙ্গে থাকিত, তাঁহার সঙ্গে গাঁজা, চরস খাইত এবং সময় পাইলে তাঁহার জিনিসপত্র চুরি করিত; কতবার ধরা পড়িয়াছে। তাহাকে "বাইঞ্চৎ এয়ছা করম করতা হ্যায়। তেরি মা কি...বহিন্ কি..." ইত্যাদি বলিয়া খুব গালাগালি করিলেন। আবার তাঁহার সহিত পূর্ববৎই ব্যবহার করিলেন। আপনা হইতে ছাড়িয়া না গেলে কখন বলিবেন না তুই চলিয়া যা। কেহ একটি পয়সা দিলে কতবার তাহার প্রশংসা করেন, আর ধনী, রাজা কেহ বৃন্দাবনে আসিতেছে শুনিয়া তখনই এমন ভাব দেখাবেন যে এইবার তাঁহার কত লাভ হইবে, সে তিন চারিজন সাধুর প্রত্যহ আহারের বন্দোবস্ত তাঁহার করিয়া দিবে, আর কত টাকা পয়সা তিনি তাহা হইতে পাইবেন; কিন্তু আসিলে একবার ফিরিয়াও তাকাইবেন না। কেহ যদি আসিয়া বলিল, "বাবাজী মহারাজ! একবার রাজার সহিত দেখা করিবেন না?" অথবা বলিল, "মহারাজ! রাজা এইদিকে আসিতেছে, অবশ্য আপনাকে আসিয়া দর্শন করিবে, এবং ভেট পূজা দিবে", অমনি বাবাজী মহারাজ যেন কোন পূর্ব বৈর স্মরণ করিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "শালা, হিয়া আওয়েগা তো এক চিম্‌টা লাগায় দেয়েঙ্গে, হাম ক্যা ইচ্‌কা নোকর হ্যায়, উস্‌কো ময্যাদ্ করেঙ্গে, হামারা সঙ্গ্ ইস্‌কা ক্যা মত্‌লব্, চলা যা অন্তমে হামারি পিছে কেও পড়্‌তা হ্যায়।" এইরূপ উন্মাদবৎ হইয়া অসংলগ্ন অশ্লীল গালাগালি করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমস্ত কুব্যবহাকে আমরা সকলেই অসন্তুষ্ট হইলাম। ধনীলোকের প্রতি তাঁহার এইরূপ কত ব্যবহার বলিব?" আমি পুনরায় বলিলাম, যাহার ধনলোভ আছে সেকি কখন এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে? পুষ্করদাস বলিলেন, "তাহা ত নহে, কিন্তু

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

লোভ না থাকিলে টাকা, পয়সা, জিনিসপত্র তবে এমন করিয়া রাখেন কেন, এবং সাধারণ কথোপকথনে এইরূপ টাকা পয়সার প্রতি লোভ দেখান কেন?" আমি বলিলাম, "মহাপুরুষদিগের লীলা বোধগম্য করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। লোকের চক্ষে নানাপ্রকার আবরণ দিয়া তাঁহারা আত্মগোপন করেন। অথচ যাহাকে কৃপা করিয়া, গ্রহণ করিবেন, তাহার নিকট সময় সময় আত্মপরিচয়ও দিয়া থাকেন। যাঁহারা বস্তুতঃ মহাপুরুষ নহেন, অথচ মহাপুরুষ বলিয়া ভাণ করেন, তাঁহাদের চরিত্র অন্য প্রকার হয়, তাঁহারাও অপর লোকের সাক্ষাতে আত্মগোপন করেন, কিন্তু তাহা বিপরীত প্রকারের আত্মগোপন। তাঁহারা অপরের সাক্ষাতে নিজের অপূর্ণজ্ঞত্ব গোপন করিয়া আপনাদিগকে পূর্ণজ্ঞের ন্যায় দেখাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত মহাজনদিগের প্রকৃতি তদ্বিপরীত।তাঁহার নিজের পূর্ণজ্ঞত্ব গোপন করিয়া অতি সাধারণ অপূর্ণজ্ঞ লোকের মত ব্যবহার করেন। দেখ, তোমাদের এই ব্রজভূমে, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া অনেক অলৌকিক কার্যও সময় সময় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত এইরূপভাবে করিয়াছেন যাহাতে ব্রজের সাধারণ লোক তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত না হয়।ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল এবং কেহ সখা ভাবে, কেহ বাৎসল্য ভাবে, কেহ কামুক উপপতি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল দিব্যদর্শী ঋষিগণই তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিদিগের চরিত্র লীলা মাত্র। তাঁহাদিগের কেবল চরিত্র দর্শন করিয়া সাধারণ লোক তাঁহাদিগের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।"

এইরূপ বহু কথোপকথনের পর পুষ্করদাস বলিলেন, "বাবু, আমি এত কথা বুঝিতে পারি না। আমার কামবনে গয়াকুণ্ডে যাইতে কিন্তু বড় ইচ্ছা হইতেছে। সুতরাং তিলকদাসজীর সঙ্গে আমি গয়াকুণ্ডে যাইব। তিন দিন পর, আবার তোমাদের সঙ্গে আসিয়া একত্রিত হইব। এই তিন দিন বাবাজী মহারাজের রসুইয়ের কার্য কোন প্রকারে চলিয়া যাইবে। পুষ্করদাসের অবস্থা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দেখিয়া আমি মনে বলিলাম, "ধন্য মহারাজ; এই ব্যক্তি সাধু, বিশ বৎসর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে অথচ তুমি ইহার নিকট এইরূপেই আত্মগোপন করিয়াছ যে, এই ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিল না। বুঝিলাম তুমি নিজে কৃপা করিয়া পরিচয় না দিলে তর্কবিচার দ্বারা কেহ তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।"

অতঃপর আমরা তিনজন আপন আপন আসনে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট এ সকল কথোপকথনের কথা প্রকাশ করিলাম না। ক্রমশঃ সাধু সকল আপন আপন আসনে, কেহ শয়ন করিলেন, কেহ ভজন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় একজন সাধু আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরণ সেবা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং গাঁজা খুলিয়া তাহাকে সাজিতে দিলেন। সেই সাধুটি গাঁজা সাজিতে সাজিতে বলিল "মহারাজ, তোমার রসুইয়া পুষ্করদাস ত তিলকদাসের সঙ্গে গয়াকুণ্ডে যাইবে বলিতেছে। তোমার রসুই কে করিবে? তিনি বলিলেন, "হাঁ, পুষ্করদাস বৃদ্ধকে ছাড়িয়া তিলকদাসজীর সঙ্গে যাইবে; আরও সে বাবুর নিকট বলিয়াছে আমি বড় ক্রোধী, আমি বড় লোভী; তা ভাই! আমি বৃদ্ধ, কি করিব? আমি যখন অসহায় বৃদ্ধ, তখন ভগবান আমার জন্যও কোন না কোন বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" আমি তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অভয় বাবুকে বলিলাম, "শুনছেন? আমরা গোপনে পুষ্করদাসের সঙ্গে যে সকল কথা বলিয়াছি, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কিরূপে সেই সমস্ত অবগত হইয়াছেন। পরে গাঁজা খাইয়া সাধুটি চলিয়া গেল। আমরা সকলে শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতে কদমখণ্ডী হইতে সাধুজমাত উঠিল, কিন্তু জমাতের প্রায় অর্দ্ধেক সাধু গয়াকুণ্ডে না গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গেই চলিল এবং একটি অতি নিষ্ঠাবান্ উত্তম ব্রাহ্মণ সাধু উপস্থিত হইয়া আপনাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের রসুইয়ের কার্য প্রেমের সহিত বরণ করিল। তিন দিবস পরে পুনরায় গেঁড়োই নামক

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিক্রমার নির্দিষ্ট স্থানে তিলকদাসজী জমাতের অপর ভাগ সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে একত্রিত হইলেন। পুষ্করদাসও আসিয়া পুনরায় আপন কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তাহার প্রতি ব্যবহারে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।

এই স্থলেই পুষ্করদাসের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমরা পরে অবগত হইয়াছিলাম যে পুষ্করদাস এই ঘটনার পূর্বে দুইবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে শেঁকো বিষ (শাঙ্খিয়া) আহার্যের সহিত প্রদান করিয়াছিলেন। একবার ভাঙের সহিত শাঙ্খিয়া (arsenic) গোপনে মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়াছিলেন। অন্য তিনজন বড় মহন্তও ঐ ভাঙ লইয়া পান করিয়া অচেতন হইয়া পড়েন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বহু পরিমাণে ঐ ভাঙ খাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার আমল হয় নাই। অপর মহন্তেরা ঢলিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তিনি নিজ কমণ্ডলুর জলের দ্বারা তাঁহাদিগের চেতনা সঞ্চার করিলে তাঁহার ঐ পুষ্করদাসকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "এই ব্যক্তি আপন কর্মের ফল আপনি ভোগ করিবে। তোমরা ত চেতনা লাভ করিয়াছ? তোমাদের ত কিছু অনিষ্ট হয় নি? তবে তোমরা কি নিমিত্ত সাধু হইয়া পুলিশের নিকট নালিশ করিতে যাইবে?" মহন্তেরা বলিলেন, "এই ব্যক্তি হত্যাকারী। ইহাকে আমরা পুলিশের হস্তে অবশ্য অর্পণ করিব।" তাহাতে তিনি বলিলে, "তোমরা ইচ্ছা কর পুলিশের নিকট যাও, কিন্তু ইহার কিছু করিতে পারিবে না। আমি বলিব তোমরা যে ভাঙ খাইয়াছ সেই ভাঙ তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আমিও খাইয়াছি। আমার ত কিছু হয় নি। সুতরাং তোমরা অভিযোগ করিলেও ইহার কিছু হইবে না। তোমরাই অপ্রস্তুত হইবে।" এই কথা শুনিয়া মহন্তেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন এবং পুষ্করদাস অব্যাহতি পাইলেন।

আর একবার পুষ্করদাস আহার্যের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ঐরূপ বিষ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইবারও তিনি কাহাকেও না বলিয়া সেই বিষ হজম করিয়াছিলেন। পুষ্করদাসের ধারণা ছিল যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কোমরে যে মোটা কাষ্ঠের আড়বন্ধ ছিল তাহার ভিতর ফাঁপা এবং তাহাতে তিনি অনেক মোহর লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে বধ করিয়া সে ঐ সকল মোহরের সহিত ঐ আড়বন্ধ গ্রহণ করিবে। দুইবার বিষ প্রয়োগেও তাঁহার অনিষ্ট করিতে অকৃতকার্য হইয়া, সে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিল। আগ্‌রা পুষ্করদাসের জন্মস্থান ছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ আগ্‌রায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একবার উপস্থিত হইলে, পুষ্করদাস কয়েকজন চোরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার বধোপায় স্থির করিল। তিনি একদিন রাত্র দ্বিপ্রহরের পর এক উচ্চ মৃত্তিকার ঢিপির নিম্নভাগে আপন আসনে নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া, ঐ চোরদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঐ ঢিপির উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দুই মণের অধিক ভারী এক প্রস্তরখণ্ড দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিল। ঐ প্রস্তর তাঁহার দক্ষিণ বাহুর উপরিভাগে পতিত হইলে তিনি অতিশয় যাতনা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎই উঠিয়া বামহস্তে বৃহৎ লাঠি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চোরেরা মনে করিল প্রস্তর তাঁহার উপরে পতিত হয় নাই, তিনি সুস্থকায় আছেন; এই মনে করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎই পলায়ন করিল। কিন্তু পুষ্করদাস যেন কিছু জানে না এইরূপ ভাণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। চোরদিগের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু যেন দেখেন নাই এইরূপ ভান করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সেইস্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই স্থানান্তরে গমন করিলেন। প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার একটি শিরা কাটিয়া গিয়াছিল এবং তিনি অস্থিতেও অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন কষ্ট পাইয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু পরে যতদিন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন ততদিনই সেইস্থান এবং তৎসংলগ্ন অপর নালী-সংযোগ স্থান সকলে সময় সময় ব্যথা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অনুভব করিতেন। পুষ্করদাসের এই সকল ব্যবহার তিনি নিজমুখে আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

পুষ্করদাস তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেও সময় সময় সে-ই তাঁহার রান্না করিত এবং এক সঙ্গে থাকিত। তাহাকে এই নিমিত্ত তিনি কখনও কিছু বলিতেন না। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "বাবা! কেহ কাহাকেও দুঃখ দিতে পারে না। আপন আপন কর্মানুসারে সকলেই দুঃখ ভোগ করে। যে অন্যায় কর্ম করে সে তাহার ফল পায়। বিশেষ পুষ্করদাস আমার কি করিয়াছে? আমি ত এক অখণ্ড সর্বদাই আছি। আমার সে কি করিতে পারে যে তাহাকে আমি বাহির করিয়া দিব, অথবা তিরস্কার করিব? বাবা! তোমাকে সত্য বলিতেছি আমার শরীরের সুখ দুঃখের কিছু খবর নাই।" আমি এই সকল কথা শুনিয়া "ধন্য মহারাজ" কেবল এই মাত্র মনে করিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

আমাদের প্রথম বারের পরিক্রমার কয়েক বৎসর পরে আমাকে অপর এক ব্যক্তি একবার টেলিগ্রাফ, করিয়া জানাইলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে বৃন্দাবনে যাইতে হইবে। আমি টেলিগ্রাফ পাইয়া সেই দিবসই শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সঙ্গে কলিকাতা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে রওয়ানা হইলাম। তথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ। কিছুমাত্র আহার করিতে পারেন না, ব্রজবাসীরা একজন ডাক্তার আনিয়া তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছে, তাঁহার কোমরের আড়বন্দ করাত দ্বারা কাটিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং তিনি বস্ত্রের লেঙ্গটি পরিধান করিয়াছেন। জানিলাম পুষ্করদাস রুটির সহিত দুই ভরি শেঁকো বিষ এইবার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছে। সেই রুটি খাইয়া তিনি আচমন করিতে গেলে তাঁহার মস্তক নীচের দিকে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিকটস্থ এক কাষ্ঠের খুঁটিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপর তিনি শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু পেট ফাঁপিয়া উঠাতে ব্রজবাসিগণ আসিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া করাতের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বারা তাঁহার আড়বন্ধ কাটিয়া বাহির করিয়াছে। তাঁহার পেট ফাঁপা আমাদিগের পৌঁছিবার সময় কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু আহারের রুচি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। পুষ্করদাসের বিষ প্রয়োগ করার কথা তিনি তখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। আমি কলিকাতায় টেলিগ্রাফ্ পাইয়া তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ অপর বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর সিদ্ধ। তাঁহার কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কোন সাধু অবশ্য তাঁহাকে বিষ প্রদান করিয়াছে। নতুবা অন্য কোন কারণে তাঁহার অসুস্থতা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া আমি সেই কথা প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "দেখো কলকত্তামে বৈঠ্কের মহাত্মাকে কেয়সা হিয়াকা খবর মিল্ গিয়া। বাবা পুষ্করদাসকে ইস্বকত্ দো ভরি-শাঙ্খিয়া হাম্কো রুটী কি সঙ্গ্ দে দিয়া। আব্ হামারা শরীর বৃদ্ধ হো গিয়া। ইস্বাস্তে শাঙ্খিয়া শরীরকো দুঃখ দিয়া।" আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। দেখিলাম, পুষ্করদাস তখনও রসুইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার নিমিত্ত যে কিছু আরারুট প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা ডাক্তার করিয়াছেন, তৎসমস্তও পুষ্করদাস তিনবার তোমাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছে, তথাপি সে আশ্রমে থাকিয়া রসুই কার্য করিতেছে; ইহা আমাদের সহ্য হইতেছে না। ইহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! অব্ ইস্কা ভ্রম্ মিট্ গিয়া। ইস্কা মনমে থা কি হামারা আড়বন্ধ্কা ভিতর বহোত আসর্ফি হ্যায়। হামকো মায়কের ওয়ে সব আসরফি লে লেয়েগা। অব্ আড়বন্ধ্ কাট্ গিয়া, ওস্কা ভ্রম্ নিকাল দেও।" আমি মনে মনে ভাবিলাম পুষ্করদাস সাধু, আশ্রমে সর্বদা থাকে, আমি আগন্তুকমাত্র হইয়া কিরূপে তাহাকে বলিব যে তুমি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এইরূপ ভাবিতেছি ও ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই ইহাকে যাইতে বলিয়া দিতেছি।"

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই বলিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ধনীর ঘরে গিয়া পুষ্করদাসকে বলিলেন, "তুম্‌সে রসই কুচ্ নহি বন্তা হায়। তুম্ সদা রসইমে জিয়াদা রামরস্ ডার্ দেতে হো ; ঔর হমকো জহর বি তুম দে দিয়া। তুম স্থান্‌মে ঔর মত রহ। কালা মুড়া কর্‌কের অব্ হি নিকল যাও।" পুষ্করদাস তখন কিছু না বলিয়া স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ঐ কথাগুলি চিন্তা করিয়া অবাক্ হইলাম। ব্যঞ্জনে অধিক লবণ দেওয়ার অপরাধ এবং রুটিতে বিষ মিশান অপরাধ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট তুল্য! উভয় কার্যকেই সমানভাবে উল্লেখ করিয়া তিনি পুষ্করদাসকে বলিলেন, "চলিয়া যাও" বিষ ও লবণ তাঁহার নিকট তুল্য!!

পুষ্করদাস চলিয়া গেলে মৌনিজী রসুই করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আহারের রুটি জন্মিল না। ডাক্তার বলিলেন, তিনি অনেক গাঁজা চরস্ পান করেন, সেইজন্য ঔষধের ক্রিয়া হয় না।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তুমি যদি বল তবে গাঁজা চরস্ আমি এখনি ছাড়িয়া দিতে পারি।" ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ তাহা হইলেই ভাল হয়।" তিনি বলিলেন "আচ্ছা! আমি তবে আর গাঁজা চরস্ খাইব না।" তিনি সেই অবধি গাঁজা চরস্ খাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রায় শত বর্ষের অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। এই গাঁজা ও চরস্ খাওয়ার অভ্যাস তাঁহার এত অধিক ছিল যে (আমি অপর সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি) অপর কোন সাধু এত গাঁজা চরস্ খাইতে পারিতেন না। দীপদানের উপলক্ষে গিরিরাজে মানসী গঙ্গার উপর সাধুদিগের জমাত পড়ে। আমি একবার তথায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র দশটা পর্যন্ত সমস্ত দিন এক চিল্‌মের পর অন্য চিল্‌ম এইরূপ করিয়া সমস্ত দিন গাঁজা এবং চরসের ধূমপান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নেত্রদ্বয়েরও কোন প্রকার বিকৃতাবস্থা হওয়া লক্ষ্য করিতে না পারিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ! তুমি সমস্ত দিন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত